মাসিক
শিক্ষা অন্বেষা
e-mail : anweshactg@gmail.com
www.shikshaanwesha.com
Masik Shiksha Anwesha

রেজি নং- চ-১৯৫ | পোস্টাল রেজিঃ চ ৪৪৪/০৪ | বর্ষ- ২০ ॥ সংখ্যা- ০৪ ॥ জুন ২০২৩ খ্রি. | ৮ পৃষ্ঠা | মূল্য ১০ টাকা

কারো কাছে মাথা নত করব না, এটাই প্রতিজ্ঞা: প্রধানমন্ত্রী

> *শিক্ষাকে বহুমুখী করতে সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।*

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিশ্বে পরিচিত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এই যাত্রায় কারো কাছে মাথা নত না করার অঙ্গীকারও করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। কবি সুকান্তের ভাষায় বলে গেলাম। খবর বিডিনিউজের।

মাধ্যমিক থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম' উদ্বোধন, 'বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০২৩' এর সেরা মেধাবী পুরস্কার এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড-২০২২' বিতরণ উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে দেশটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলবে, আত্মমর্যাদা নিয়ে, আত্মসম্মান নিয়ে চলবে, কারো কাছে মাথা নোয়াব না। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ছোট্ট সোনামনিদের কাছে আমার সেটাই (পরামর্শ), সব সময় মাথায় রাখতে হবে আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি, কারো কাছে মাথা নত করে আমরা চলি না। মাথা উঁচু করে আমরা চলি, মাথা উঁচু করে চলব। আজকে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল, কাজেই আমরাও পথ দেখাতে পারি।

শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করে বলেন, আমাদের মেধাবী ছেলেমেয়েরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, তারা পারবে কিনা। সবাই সমস্বরে পারবে বলে জবাব দেয়।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষকে ভুলবে না। মানুষের জন্য কিন্তু সব। জাতির পিতা বলেছিলেন, শিক্ষিত ভাইয়েরা, আপনাদের লেখাপড়ার যে খরচ জনগণ দিয়েছে তা শুধু আপনাদের সংসার দেখবার জন্য নয়। দিয়েছে এই জন্য যে, তাদের জন্য আপনারা কাজ করবেন, তাদের সেবা করবেন। জনগণের সেবা করতে হবে। জনসেবার চেয়ে আর কোনো কিছু বড় না।

দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে শিক্ষিত জাতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একটা কথা বলতেন-দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শিক্ষাই হচ্ছে মূল হাতিয়ার। শিক্ষা ছাড়া একটা জাতি দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারে না। জাতির পিতা বলেছেন, শিক্ষায় যত অর্থই ব্যয় হোক এটা হচ্ছে বিনিয়োগ। শিক্ষিত জাতি ছাড়া দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব না। তার জন্যই আজকে আমাদের সব উদ্যোগ এই শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা নিয়ে যাচ্ছি।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বিশ্ব পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। আজকে প্রযুক্তির যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, গবেষণার যুগ।

শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সরকারের নানা সৃজনশীল কর্মসূচির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি, আমাদের ছেলেমেয়েদের যে মেধা, সেই মেধা যদি বিকাশের সুযোগ আমরা দেই, তাহলে এই দেশকে কখনো কেউ আর পেছাতে পারবে না। আমরা এগিয়ে যাব।

বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি শিক্ষাকে বহুমুখী করতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন তিনি। স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, একটা জায়গায় আমাদের গবেষণা একটু পিছিয়ে আছে, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে গবেষণার ওপর আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। কৃষিতে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু অতটা করতে পারিনি।

বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সফলতার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বাংলাদেশে এই প্রথম, ৫০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। আর সেটা আছে বলেই আজকে আমাদের দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

স্বাগত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্মৃতি কর্মকার বলেন, মাধ্যমিক থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের প্রায় ৫৩ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী উপবৃত্তি এবং টিউশন ফি হিসেবে ১২শ কোটি টাকা পাচ্ছেন। মোবাইলে আর্থিক সেবার মাধ্যমে এই উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করা হবে।

নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন হচ্ছে 'উৎসব' করে

নতুন পদ্ধতিতে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন, যার বড় অংশ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিখনকালীন।

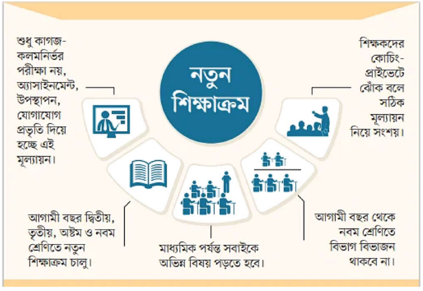
নতুন শিক্ষাক্রম
শুধু কাগজ-কলমনির্ভর পরীক্ষা নয়, অ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ প্রভৃতি দিয়ে হচ্ছে এই মূল্যায়ন।
শিক্ষকদের কোচিং-প্রাইভেটে ঝোঁক বলে সঠিক মূল্যায়ন নিয়ে সংশয়।
আগামী বছর দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু।
মাধ্যমিক পর্যন্ত সবাইকে অভিন্ন বিষয় পড়তে হবে।
আগামী বছর থেকে নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন থাকবে না।

বিদ্যালয়ে ঢুকতেই দেখা গেল বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পোশাক পরা কয়েকজন কিশোর ঝাড়ু হাতে মাঠের একপাশ পরিষ্কার করছে। আরেক দল কিশোর তখন বিদ্যালয়ের বারান্দার ওপরের ও নিচের অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত। তারা পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে।

দোতলায় গিয়ে দেখা গেল কয়েকজন শিক্ষার্থীর একটি ল্যাপটপ ঘিরে ব্যস্ততা। আরও কয়েকটি উপদল তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। এই শিক্ষার্থীরা পড়ে সপ্তম শ্রেণিতে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের (আগে নাম ছিল অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা) অংশ হিসেবে গত রোববার এমন আয়োজন দেখা গেল রাজধানীর সেগুনবাগিচা হাইস্কুলে। সেদিন ছিল ষষ্ঠ শ্রেণির 'জীবন ও জীবিকা' এবং সপ্তম শ্রেণির 'ডিজিটাল প্রযুক্তি' বিষয়ের মূল্যায়ন কার্যক্রম।

নতুন ধরনের এই মূল্যায়ন কার্যক্রম শুধু সেগুনবাগিচা হাইস্কুলেই নয়, সারা দেশের বিদ্যালয়গুলোতেই হচ্ছে বা হয়েছে। এত দিন প্রথাগত নিয়মে অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা হলেও নতুন শিক্ষাক্রমে নতুন নিয়মে তা হচ্ছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মূল্যায়ন উৎসব'। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সামষ্টিক মূল্যায়ন শুধু কাগজ-কলমনির্ভর পরীক্ষা হচ্ছে না। অ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, হাতে-কলমের কাজ ইত্যাদি বহুমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বড় অংশ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে (শিখনকালীন)। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পুরোটাই মূল্যায়ন হবে সারা বছর ধরে চলা বিভিন্ন ধরনের শিখন কার্যক্রমের ভিত্তিতে। চতুর্থ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচটি বিষয়ে কিছু অংশের মূল্যায়ন হবে শিখনকালীন। বাকি অংশের মূল্যায়ন হবে সামষ্টিকভাবে, মানে পরীক্ষার ভিত্তিতে।

এ বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। আগামী বছর দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে তা শুরু হবে। এরপর ২০২৫ সালে চতুর্থ, পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে চালু হবে। উচ্চমাধ্যমিকে একাদশ শ্রেণিতে ২০২৬ সালে এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০২৭ সালে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবে। নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে আগামী বছর থেকে শিক্ষাপদ্ধতিতে বড় একটি পরিবর্তন আসছে। তখন নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার মতো বিভাগ বিভাজন থাকবে না। সব শিক্ষার্থীকেই মাধ্যমিক পর্যন্ত অভিন্ন বিষয় পড়তে হবে। বিভাগ বিভাজন হবে উচ্চমাধ্যমিকে গিয়ে। এ বছর পর্যন্ত নবম শ্রেণিতে গিয়ে ঠিক হয়েছে কারা বিজ্ঞানে, মানবিকে বা ব্যবসায় শিক্ষায় পড়বে।

হাতে-কলমে শিক্ষায় জোর, লিখতেও হচ্ছে:

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রথাগত পরীক্ষা কমে যাচ্ছে। জিপিএর পরিবর্তে ফলাফল হবে তিন স্তরে। এর মধ্যে প্রথম স্তরকে বলা হবে পারদর্শিতার প্রারম্ভিক স্তর। দ্বিতীয় স্তরকে বলা হবে অন্তবর্র্তী বা মাধ্যমিক স্তর। আর সর্বশেষ, অর্থাৎ সবচেয়ে ভালো স্তরটিকে বলা হবে পারদর্শী স্তর। ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে তিন ধরনের চিহ্ন দিয়ে এগুলোকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সেগুনবাগিচা হাইস্কুলে গেলে একজন শিক্ষক জানালেন, মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নিলেই বর্গাকৃতির চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আর বৃত্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী শিখেছে। আর ত্রিভুজ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সর্বোচ্চ ভালো, *#তৃতীয় পৃষ্ঠার ৩য় কলাম*

কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান
সাদার্ন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান
পটিয়াস্থ আবুল হোসেন চৌধুরী স্মৃতি গণপাঠাগার'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আলহাজ্ব খলিলুর রহমান ৬ষ্ঠ বারের মতো
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ'র
সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায়
আন্তরিক অভিনন্দন
শুভেচ্ছান্তে- আবুল হোসেন চৌধুরী স্মৃতি গণপাঠাগার
বেলখাইন-কর্তালা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

আমাদের ভুবনে আপনাদের স্বাগতম
রেনেসাঁ অফসেট প্রেস
দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসহ যাবতীয় ছাপার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
শিক্ষা অন্বেষা প্রকাশন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস, প্রশ্নপত্র, শিক্ষা সামগ্রী ও সৃজনশীল প্রকাশনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
রেনেসাঁ পেপার প্রোডাক্টস
কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীদের খাতা, ডায়েরী, ব্যবহারিক খাতা, ব্যাজ, আইডি কার্ড, শিক্ষকদের নোটবুক, স্টেশনারী মালামাল।
অফিস: ১০২, চন্দনপুরা মসজিদ গলি (২য় তলা), চট্টগ্রাম।
প্রেস: ৩১৩, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।
anweshactg@gmail.com | Cell 01815-132141 01617-132141 01813-167603 01908-835600

শিক্ষা ও শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
মাসিক শিক্ষা অন্বেষা
বর্ষ- ২০ ॥ সংখ্যা- ০৪ ॥
জুন ২০২৩ খ্রি.

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর ফজলুল হক
ড. ওবায়দুল করিম
ড. মো. সালেহ জহুর
এড্ দীপক কুমার বড়ুয়া

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ
আব্দুল কৈয়ুম চৌধুরী
ইঞ্জি. জাবেদ আবছার চৌধুরী
ইমরান মাহমুদ (ইমন)

সম্পাদনা পর্ষদ
অধ্যাপক মির্জা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
মুহাম্মদ মুসা খান
শামসুদ্দীন শিশির
এস. এম আবদুল আজিজ
মুহ. সাইফুর রহমান স্বপন

সম্পাদক
মো. জসীম উদ্দিন চৌধুরী

উপ-সম্পাদক
দিল আফরোজ বেগম

নির্বাহী সম্পাদক
মাসুদ ফরহান অভি

সহকারী সম্পাদক
এ.টি.এম, শহীদুল ইসলাম
বরুণ কুমার আচার্য বালাই
রাশেদ চৌধুরী

সিনিয়র প্রতিবেদক
এন. এম. তালুকদার

বিদেশ প্রতিনিধি
মো. নাজেম (ইউ এস এ)
আনিস উদ্দিন জিকু (দুবাই)

ঢাকা ব্যুরো চীফ
ড. মো. আহসান কবীর
মোবাইল : ০১৮১৯৮৪১৬২২

শিক্ষা অন্বেষা পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
এম. মহসিন চৌধুরী, অজিত কুমার আইচ, এস. এম. আবদুল আজিজ, বদরুল হাসান টিটু, অধ্যাপক সেলিম উদ্দিন, অধ্যাপক আযম খান, আবদুলাহ মজুমদার, কবি মাসুম খান, ফয়েজ আহমদ টিপু, কাজল বড়ুয়া, কনক বড়ুয়া, জহির সিদ্দিকী, আল জাবিরী, মুহাম্মদ আবু নাসের, কাজী এম. হাবিব রেজা, মো: ফরিদ মিয়া, এস. এম. আবুল ফজল ও মো. আলী আকবর চৌধুরী (সেলিম)।

প্রকাশক:
অধ্যাপক মো. ইসহাক চৌধুরী কর্তৃক
রেনেসাঁ অফসেট প্রেস
চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ:
সম্পাদকীয় কার্যালয়, ১০২, চন্দনপুরা
মসজিদ গলি (২য় তলা), চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৫-১৩২১৪১
anweshactg@gmail.com

রক্ত দিন রক্তের বাঁধনে বাঁধুন

মো. মনজুর মোরশেদ

শুনতে খারাপ লাগলেও হয়তো ব্যাপারটা বলা জরুরি এখন। আমাদের সচেতন হওয়াটা খুবই প্রয়োজন। গত বেশ কিছুদিন ধরে ব্লাডের যত রিকুয়েষ্ট আসতেছিলো তার বেশিরভাগ ডেলিভারি রোগীর জন্য। তাও রক্তের গ্রুপ পজেটিভ হলে যে কোনোভাবে ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নেগেটিভ হলে সে ক্ষেত্রে খুব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে আমরা যে ফোন করে বলি ইমার্জেন্সি রক্ত লাগছে ডেলিভারি পেশেন্ট এর জন্যে! এখন কেইসটা যদি ডেলিভারি হয় তাহলে এটা তো ইমার্জেন্সিতে পড়ে না। বিষয়টা তো আর হুট করে হয়ে যায়নি। এর মধ্যে প্রচুর সময় আপনি পেয়েছেন কয়েকজন ডোনার ম্যানেজ করার। কিন্তু আপনি গুরুত্বই দেন নি। বেশ একটা সময় আগে আমার এক বন্ধুর সাথে আমার কথা কাটাকাটি হচ্ছিলো। তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা কিন্তু সে স্ত্রীর ব্লাড গ্রুপই কনফার্ম না। একবার এ বলে আরেকবার বি বলে। আরে ভাই যুগল জীবন আরম্ভ করবেন। রোজ রোজ স্বপ্ন দেখবেন। প্রিয় এটা ওটা জানাজানি করবেন সব আর রক্তের গ্রুপটা জেনে নিবেন না তা তো বেমানান। আমরা আবার অনেকে ভাবি রক্ত লাগলে পরিচিত বন্ধু যারা এগুলো নিয়ে কাজ করে তাদের বলে দিলাম তারা দিয়ে দিবে সাথে সাথে এই ভাবনা থেকেও বেরিয়ে আসা উচিৎ। এখানে কেউ রক্ত ভান্ডার নিয়ে বসে নেই যে চাইলেন আর হুট করে দিয়ে দিলো। এই যে এতো ধুমধাম আয়োজন করে কত মানুষের মহা আপ্যায়ন করে বিয়ের অনুষ্ঠান হয় এখান থেকে কেন আপনি কয়েকজন ডোনার বের করে নিতে পারেন না!

তাই সচেতন হওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার। আপনার প্রিয়জনের দায়িত্ব আপনার হাতে। আপনার একটু অবহেলা হয়তো হুট করে বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। আসুন, সচেতন হইরক্ত দিন রক্তের বাঁধনে বাঁধুন।

শিক্ষা খাতে বাজেট আরও বাড়ানো উচিত

মুহাম্মদ মুসা খান

#মন্তব্য প্রতিবেদন।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। সবার প্রত্যাশা থাকে সংগত কারণে বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়বে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, টাকার অংক বাড়লেও আনুপাতিক হারে এই খাতে বরাদ্দ কমেছে। আগামী অর্থবছরের জন্য সর্বমোট ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বাজেটে 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি' খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। গত বছরে (২০২২-২৩ অর্থবছরে) বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল ৯৯ হাজার ৯৭৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে - মোট বাজেট আর জিডিপির অনুপাতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আরও কমেছে ০১ শতাংশ। অবশ্য বিদায়ী অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ কমে হয় ৮৫ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১২.৮৯ শতাংশ।

নতুন অর্থবছরের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ৩৪ হাজার ৭২২ কোটি টাকা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগকে ৪২ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগকে ১০ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ১৩ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ কমেছে।

"উন্নয়নের দীর্ঘ অগ্রযাত্রা পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে' শীর্ষক বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে কাজ করছে এবং শিক্ষাকে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে।' তিনি বলেন, "শিক্ষার্থীদের স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী করার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের জন্য ৫০ হাজারের অধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৯ হাজার ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেটসহ সাউন্ড-সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে। আইসিটি বিষয়ে ৮০০ জন কর্মকর্তা এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য ১ লাখের অধিক শিক্ষককে হাতে-কলমে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন। ফলে, পাঠদান আকর্ষণীয় হচ্ছে ও শিশুদের পাঠে মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।" তবে 'বাজেটে নতুন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ অথবা এমপিও

ভুক্তির কোনো আশ্বাস দেওয়া হয়নি' - যা বেসরকারি শিক্ষকদের হতাশ করেছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গত কয়েক বছর ধরেই বাজেটে অন্যান্য খাতের তুলনায় শিক্ষায় গুরুত্ব কমে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও একই ধারা অব্যাহত থাকায় হতাশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিক্ষাখাতে বরাদ্দ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "বাজেট বরাদ্দ দেখে অবাক হয়েছি। কারণ শিক্ষায় যে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ দেয়ার কথা ছিল, তার অর্ধেকও এবার দেওয়া হয়নি।" তিনি আরও বলেন, "এটি দুঃখের কথা। কারণ বঙ্গবন্ধু- ড. কুদরত-ই-খোদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন করেছিলেন, তাঁরা যে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন, সেখানে বলা হয়েছিল, বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ হবে জিডিপির ৫-৭ শতাংশ। কিন্তু এই সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সবকিছুই বাস্তবায়ন করছে, কিন্তু শিক্ষায় হচ্ছে না। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়লে শিক্ষার মান বাড়বে। কিন্তু শিক্ষার বরাদ্দ যে কমছে, শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমেই কিন্তু সেটা হয় না।" 'ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষায় সংস্কার আনতে বরাদ্দ বাড়ানো উচিত ছিল' বলে তিনি মনে করেন । এদিকে "শিক্ষায় বাজেট না বাড়ানো হলে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন হুমকির মধ্যে পড়বে"- বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এস এম হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন- "সরকারের কাছে শিক্ষা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। তাই আমরা যারা শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলছি, সেটা আর থাকবে না। শিক্ষা মুখ থুবড়ে পড়বে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষায় বরাদ্দ অবশ্যই বাড়াতে হবে, না হলে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।"

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, "একটুখানি ভালো লাগার জায়গা হলো, 'মিড ডে মিল' (স্কুল ফিডিং কর্মসূচি) চালু করা হচ্ছে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার যে মূল জায়গাগুলো; মান উন্নয়ন, বিশেষ করে যে অগ্রসরমুখী নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে, সেটি বাস্তবায়নে কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি।" তিনি বলেন, "আমরা বরাবর দাবি করে এসেছি, প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা খাত হিসেবে বিবেচনা করে যেন বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। তার সঙ্গে অনেক মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক আছে। কিন্তু শিক্ষাখাতকে আলাদাভাবে বিবেচনা করে বরাদ্দ দেয়া উচিত, কিন্তু সেটি হয়নি। তাই পরামর্শ হলো, অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় যা বলেছেন, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে স্মার্ট নাগরিক, দক্ষ জনগোষ্ঠী এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসর জনগোষ্ঠী তৈরি করা। আর সেটির জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগের বিকল্প নেই, সেটি নীতিনির্ধারকেরা দেখবেন এবং সেভাবে বরাদ্দের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন, ভাববেন।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ও রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম আবু ইউসুফ বলেন, 'আমার কাছে শিক্ষার বাজেট গতানুগতিক মনে হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন বরাদ্দ আশা করি, তা দেখিনি। আর কলমের ওপর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রত্যাহার করা উচিত। কারণ, যখন বলছি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছি, সেখানে এটি সাংঘর্ষিক হয়।'

স্মরণ করা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক মানদন্ডে একটি দেশের শিক্ষা খাত- মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশ বা বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ পেলে তা আদর্শ ধরা হয়। নতুন বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে যে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা জিডিপির ২ দশমিক ০৭ শতাংশের সমান। বিদায়ী অর্থবছরের মূল বাজেটে এ খাতের বরাদ্দ ছিল জিডিপির ২ দশমিক ২৫ শতাংশ। আর সংশোধিত বরাদ্দ ছিল জিডিপির ১ দশমিক ৯১ শতাংশ।

একথা স্বীকার্য যে, শিক্ষায় জোর না দিলে আমরা পরনির্ভরই হয়ে থাকব। প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকব। মনে রাখা উচিত যে, ১০০ বছর পরে আমাদের নির্মিত অবকাঠামো তথা মেগাপ্রকল্প গুলো কিন্তু ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু মানুষ যদি শিক্ষিত হয়, তার সুফল পাওয়া যাবে শত শত বছর ধরে। শিক্ষাই মহা মেগাপ্রকল্প হওয়া উচিত। যে দেশে যত বেশি শিক্ষিত মানুষ সে দেশ তত বেশি এগিয়ে যায়। ইউরোপ আমেরিকার আজকের যে উন্নতি, তা তারা অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিয়ে করেনি,করেছে শিক্ষার গুনগত মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে। তাই মূল উন্নয়ন হওয়া উচিত 'শিক্ষায়', অবকাঠামোয় নয়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-স্কেল করা উচিত। শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো উচিত, যেন মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ পেশায় আসে। ভালো শিক্ষক না থাকলে- ভাল শিক্ষার্থী তৈরি হবে না। সেজন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো অপরিহার্য। আমাদের মনোযোগ দিতে হবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের এ পেশায় আনা। শিক্ষকদের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

নইলে শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। শিক্ষায় আমরা আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি। রাজনৈতিক মতাদর্শ বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগের বাজে সিস্টেম বাতিল করতে হবে। সেখানে যোগ্য, মেধাবী ও সৎ শিক্ষাবিদকে নিয়োগ দিতে হবে। আরও কোথায় কোথায় কাজ করতে হবে- সেটা চিন্তা করতে হবে।' এখন রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন - মুষ্টিমেয় কিছু সরকারি শিক্ষক, আর বেসরকারি শিক্ষকদের কিছুই বাড়ছে না। যদিও রাষ্ট্রের শিক্ষার বিশাল অংশের দায়িত্ব তারাই পালন করছেন। শিক্ষার এই বৈষম্য আর কতকাল থাকবে!

শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি পরমতসহিষ্ণু উদার ও প্রগতিশীল মানসিকতা এবং দেশাত্মবোধ সৃজনের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন পাঠ্যক্রমবহির্ভূত বই সম্বলিত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস-সম্পর্কিত বই, বিভিন্ন মনীষীর আত্মজীবনী, সততা ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হওয়ার বই সম্বলিত থাকবে। এমন সুপরিসর পাঠাগার প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকা আবশ্যক। তথ্যপ্রযুক্তি ও ইংরেজি বিষয়ের প্রতিও অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্য রক্ষায় খেলার মাঠ, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে আগামী বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া দরকার। মূলকথা অবকাঠামোগত উন্নয়নের চেয়ে সার্বিক ভাবে শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের উপরই গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। তাহলে বাজেটের নয়ছয় হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে। আশাকরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিষয় সমূহের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

লেখক- মুহাম্মদ মুসা খান, কলামিস্ট ও সমাজকর্মী।

নতুন পাঠক্রম: শিশুদের মধ্যে অনৈতিকতা বাড়াতে পারে

এবারই প্রথম প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একযোগে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের যজ্ঞ শুরু হচ্ছে। বিরাট মহাযজ্ঞ। যে চার দলিলের ভিত্তিতে এই নতুন কারিকুলাম দাঁড় করানো হচ্ছে, তার গোড়াতেই বড় গলদ। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে পষ্টাপষ্টি বলা আছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে আট বছর মেয়াদি। অর্থাৎ, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু গত এক দশকে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখিনি, যা প্রমাণ করে যে সরকার এ বিষয়ে আন্তরিক না। প্রাথমিক শিক্ষা সেই পঞ্চম শ্রেণিতেই আটকে আছে। আইনি জটিলতা, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষকের যোগ্যতা, মর্যাদা ও বেতন স্কেল ঠিক করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক নিয়োগ, কারিকুলাম তৈরি, পাঠ্যপুস্তক লেখা, গোটা ব্যবস্থা নজরদারি–এসব কোনো বিষয়েই সরকার কোনোই পদক্ষেপ নেয়নি। তার সোজাসাপ্টা মানে দাঁড়ায়, এ বিষয়ে সরকারের কোনো আন্তরিক অঙ্গীকার নেই, যা আছে তা কেবলই লোক-ভুলানো কথামালা। প্রস্তাবিত কারিকুলামে প্রাথমিক ও জেএসসি পরীক্ষার বিধান অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীকারের সরাসরি লঙ্ঘন।

এই শিক্ষানীতি নিয়েও কম বিতর্ক ওঠেনি। যাঁরা এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণিতে জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণের কোনো সুপারিশ তাঁরা করেননি। কে বা কারা এই দুই সর্বনাশা পরীক্ষা জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, তা এক বড় রহস্য। ওদিকে দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিজ্ঞানী এই দুই পরীক্ষার প্রবল বিরোধী। তাঁরা এই দুই সর্বনাশা পরীক্ষা বন্ধের জন্য অনেক আন্দোলন ও আদালতে মামলা করেও পরিত্রাণ পাননি।

প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা আমাদের সন্তানদের কৈশোরিক সব আনন্দ কেড়ে নিয়েছে, ধ্বংস করছে শিশুর সৃজনী ও উদ্ভাবনী সম্ভাবনাও। শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দুর্নীতি ও অনৈতিক আচরণে শিশুদের অভ্যস্থ করে তুলছে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ছিদ্দিকুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে (প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯)। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, এই দুই পরীক্ষা সেই মূল্যবোধ শিক্ষা ও চর্চার পথ বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে এ এক চরম বিচ্যুতি। এই দুই পরীক্ষা রমরমা কোচিংয়ের বিস্তার ঘটিয়েছে, নোট ও গাইড-বাণিজ্যের সদর দরজা খুলে দিয়েছে। এই দুই পরীক্ষার ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হলেও সরকার তা গ্রাহ্যই করছে না। উল্টো প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের জন্য সরকারের উদ্যোগ-আয়োজনের ঢাক বাজছে এখন।

নতুন কারিকুলাম প্রণয়নে আরও একটি বিষয় সবার নজর কেড়েছে। তা হলো, দুই বছরের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা চালু। এ পরিকল্পনায় বলা হচ্ছে, শিশুর বয়স চার বছর হলে সে স্কুলে যাবে এবং দুই বছর তাকে প্রাক্-প্রাথমিকে পাঠ নিতে হবে। চালু নিয়মে শিশুর বয়স পাঁচ পেরোলে তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয় এবং প্রাক-প্রাথমিক এখন এক বছর। নতুন নিয়ম চালু হলে শিশুর ওপর মানসিক চাপ আরও বাড়বে। বাড়বে অভিভাবকের খরচও। আমাদের স্কুলগুলো শিশুবান্ধব হয়ে ওঠেনি। শিক্ষক-স্বল্পতা প্রকট। অবকাঠামোর সুবিধা খুবই সীমিত। শিশুদের জন্য আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। নেই আধুনিক অন্যান্য সুবিধাও। এমন পরিস্থিতিতে চার বছর বয়সী শিশুকে স্কুলে নিয়ে নির্যাতনের এক নতুন রাস্তাই খুলে দেওয়া হবে মাত্র। ফলে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হবে। তারা শিকার হবে মনোবিকারের।

নতুন কারিকুলাম পরিকল্পনায় 'কীভাবে শিখতে হয়', তারচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে 'কী শিখতে হবে'। অর্থাৎ, 'পদ্ধতি'র চেয়ে 'বিষয়বস্তু'র ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটি শিক্ষার মৌলিক দর্শনের পরিপন্থী।

খবরে বলা হচ্ছে, প্রাথমিক স্তরেও বর্তমান চাহিদার ওপর ভিত্তি করে কারিকুলামে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাঠ্যবইয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জঙ্গিবাদ, নিরাপত্তা বিষয়গুলো যুক্ত করা হবে (সমকাল, ২৯ নভেম্বর, ২০১৯)। ইদানীং বাংলাদেশে নতুন এক জাতের বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা যেকোনো সমস্যার সহজ সমাধানে শিশুদের পাঠ্যবইয়ে তা অন্তর্ভুক্তির নিদান দিয়ে থাকেন। এ নিদানে আমাদের শিশুরা বই আর বাহুল্য সিলেবাসের লৌহকারায় বন্দী হচ্ছে দিন দিন। যাঁরা এসব বলেন, শিক্ষাবিদ তাঁরা নন; কিন্তু সব সমস্যার সমাধান শিশুদের কাঁধে চাপিয়ে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে তাঁদের জুড়ি নেই। বড়দের সৃষ্টি করা সমস্যা সমাধানের দায় শিশুদের ওপর চাপানো রীতিমতো অন্যায়। তাঁরা ভুলিয়ে দিতে চান সুশাসন এবং সুবিচারের অভাবই সব অপরাধের আঁতুড়ঘর।

তত্ত্বগতভাবে স্কুলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি উত্তম ব্যবস্থা; কিন্তু সে জন্য কয়েকটি আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ হতে হবে। প্রথমত, শিক্ষককে ধারাবাহিক মূল্যায়নে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ১ অনুপাত ২০-এ সীমিত রাখা, শিক্ষকের কাজের চাপ কম রাখা, শিক্ষার্থীর আবেগ, রুচি ও ঝোঁকের ওপর নজর রাখা, দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, নিয়মিত নথি সংরক্ষণ ইত্যাদি জরুরি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হয়। আমাদের দেশে রাজনৈতিক মাস্তানি, সামাজিক অসহিষ্ণুতা যে হারে বাড়ছে, তাতে এ পদ্ধতি কোনো সুফল দেবে বলে আশা করা বৃথা। শিক্ষকের মর্যাদা নিশ্চিত না করা গেলে এ পদ্ধতি ভেস্তে যেতে বাধ্য। রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক না হলে, ভিন্নমতের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে এ পদ্ধতি বিপর্যয় ডেকে আনবেই। এ পদ্ধতি সবচেয়ে ক্ষতি করবে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুর্বল জনগোষ্ঠীকে।

ইতিমধ্যে যেসব বিষয়ে স্কুলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে, তার কুফল শিক্ষা বোর্ডের রেকর্ডে স্পষ্ট ধরা পড়ছে। একটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষানিয়ন্ত্রক আমাকে জানিয়েছেন, অন্যান্য বিষয়ে কোনো রকমে যারা পাস নম্বর পাচ্ছে, তারাও ধারাবাহিক মূল্যায়নে ৯৮ শতাংশ নম্বর পাচ্ছে। অর্থাৎ, স্কুলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন চালু হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা এসব বিষয় কিছুই শিখছে না; কিন্তু নতুন ধরনের দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। মিথ্যা নম্বর লেখা থাকছে শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টে। দুর্নীতির সে দলিল শিক্ষার্থী সারা জীবন বহন করবে এবং নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত হতে উৎসাহিত হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রে তার বিপুল নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মোবাইল ট্যাবলেট বিতরণ
জনাব আলহাজ্ব জাফর আলম

চকরিয়ার ৫৯টি প্রতিষ্ঠানের ৭৮৭ জন শিক্ষার্থী পেল মোবাইল ট্যাবলেট

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার, উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা

আধুনিক ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান অর্জন করাসহ স্মার্ট শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চকরিয়া উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের (মাদরাসাসহ) ৫৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭৮৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থী পেয়েছে মোবাইল ট্যাবলেট। মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ এই মোবাইল ট্যাবলেট আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হয়েছে এসব শিক্ষার্থীর মাঝে। ঈদের আগে এসব মোবাইল ট্যাবলেট হাতে পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মাঝে বেশ উচ্ছ্বাস-উৎসাহ দেখা যায়। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের যৌথ আয়োজনে গতকাল সোমবার উপজেলা পরিষদের সুগন্ধা হলরুমে এই মোবাইল ট্যাবলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউএনও জেপি দেওয়ান। অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মকছুদুল হক চুট্টু, জেলা সহকারি পরিসংখ্যা কর্মকর্তা ফারুকুল ইসলাম, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা নুরুল কবির (চকরিয়া), সাইফুল ইসলাম (লামা), মিসবাউল ইসলাম মুন্না (সদর), চকরিয়া প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নন্দন পাল, উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক তপন মলিক প্রমুখ।

উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা নুরুল কবির জানান, সরকার সারাদেশে এসব মোবাইল ট্যাবলেট দিয়ে জনশুমারির কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এর পর সেই মোবাইল ট্যাবলেটগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভাগভিত্তিক ১, ২ ও ৩ নম্বর মেধাক্রমের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই হিসেবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ১৮ জন করে মেধাবী শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়েছে এই মোবাইল ট্যাবলেট।

তিনি আরও জানান, উপজেলার ৫৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবম ও দশম শ্রেণীর ৭৮৭ জন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এই মোবাইল ট্যাবলেট। তন্মধ্যে দুটি (বালক ও বালিকা) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩৪টি এমপিওভুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় এবং ২৩টি মাদরাসা রয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন হচ্ছে ‘উৎসব’ করে

#প্রথম পৃষ্ঠার পর:

মানে ওই শিক্ষার্থীরা সব কাজে পারদর্শী। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সামষ্টিক এই মূল্যায়ন শুধু কাগজ-কলমনির্ভর পরীক্ষা হচ্ছে না। অ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, হাতে-কলমের কাজ ইত্যাদি বহুমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

তেমনটাই দেখা গেল সেগুনবাগিচা হাইস্কুলে। ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়ে মূল্যায়নে ঝাড়ু হাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশ নিয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফায়েত দেওয়ান। সে জানাল, নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশ নিয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সেটি ভবিষ্যতেও কাজে দেবে। এমন ব্যবস্থায় সে খুশি। রায়হান হোসেন নামের আরেক শিক্ষার্থীও তার ভালো লাগার কথা জানাল।

‘জীবন-জীবিকা’ বিষয়ের শিক্ষক জিশান আহমেদ। তিনি প্রথম আলোকে জানালেন, শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজই নয়, এসব কাজের ওপর শিক্ষার্থীদের ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের অভিজ্ঞতাও লিখতে হচ্ছে, যেটি মূল্যায়নের অংশ।

সেদিনই দোতলার একটি বড় কক্ষে শিক্ষার্থীদের এই অভিজ্ঞতা লিখতে হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা বাড়িতে পূর্বনির্ধারিত যেসব কাজ (পারিবারিক কাজ) করেছিল, সেগুলোরও ছবি তুলে বড় কাগজের ওপর লাগিয়ে শিক্ষককে দেখাতে হয়েছে। যেমন মো. তৌহিদ নামের এক শিক্ষার্থী বাড়িতে বিছানা ও ঘর ঝাড়ু দেওয়া, থালা ধোয়ার কাজের ছবি তুলে সেগুলো কাগজের ওপর লাগিয়ে নিয়ে জমা দিয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন কার্যক্রমে পরিবারেরও অংশ রয়েছে। এগুলো মূলত তারই উদাহরণ। এ ছাড়া সমাজ সম্পর্কেও জানতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

নতুন মূল্যায়নে চ্যালেঞ্জও আছে:

নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাটিই বড়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকদের বড় অংশই কোচিং-প্রাইভেটের দিকে ঝোঁক আছেন। কোচিং-প্রাইভেট বহাল রেখে সঠিকভাবে মূল্যায়ন কঠিন হবে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণেরও ঘাটতি আছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। সারা দেশের সব বিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে কতটা দক্ষ, সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে।

এ ছাড়া নতুন শিক্ষাক্রমে উপকরণের বেশি প্রয়োজন হচ্ছে। এতে খরচও বেশি হবে। এ বিষয়ে সরকারকে বাড়তি নজর দিতে হবে। যেমন গত রোববার সেগুনবাগিচা হাইস্কুলে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল্যায়ন কার্যক্রমে একটি ল্যাপটপে কয়েকজন শিক্ষার্থী সুযোগ পেয়েছিল। এ জন্য বিকল্প হিসেবে অনেকেই পোস্টারে কাজটি করেছে। যা ডিজিটাল প্রযুক্তির ধারণার সঙ্গে কিছুটা বেমানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকার একটি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানালেন, তাঁর অভিজ্ঞতা হলো এখনো ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী নতুন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়নি।

তাই এ বিষয়ে জোর দিতে হবে। এ ছাড়া নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষা বিভাগের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নজরদারি কার্যক্রম জোরদার করা দরকার, বর্তমানে এর ঘাটতি আছে।

জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটির সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) অধ্যাপক এম তারিক আহসান প্রথম আলোকে বলেন, ষাণ্মাসিক মূল্যায়নে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসছে, সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষকেরা পরস্পরের সঙ্গে মতবিনিময় করেও কিছু বিষয়ে সমাধান করতে পারবেন। আর এবার অনেকেই অতি উৎসাহী হয়ে বেশি উপকরণ ব্যবহার করেছে, যা আসলে প্রয়োজন নেই। আর সার্বিক নজরদারি কার্যক্রমও শক্তিশালী করতে হবে।

পাহাড় রক্ষায় সাহসী পদক্ষেপ চান মেয়র

#শেষ পৃষ্ঠার পর:

যারাই পাহাড় কাটবে তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্মিলিত সমন্বয় করা হবে। ৯৯৯-এর মতো পরিবেশ সুরক্ষায় যেন সবাই সাথে সাথে তথ্য দিয়ে ফল পায় সেটা আমাদের করতে হবে। দ্রুততার সাথেই আমরা চট্টগ্রামে একটি কমিটি করব, যাতে আর একটিও পাহাড়ে কোপ না পড়ে।

তিনি বলেন, পাহাড়কে হত্যা করছে দখলকারীরা। ৫০ হাজার, এক লক্ষ টাকা জরিমানা তাদের জন্য নয়। মামলায় এমন হতে হবে, পাহাড়খেকোদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রাখতে হবে। নগরে কী পরিমাণ পাহাড় আছে তা হয়তো ধারণা থেকে বলা হয়। বাস্তবে স্বাধীনতা পরবর্তীতে নগরের পাহাড় নিয়ে কোনো জরিপ হয়নি।

সভায় বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের অনুপস্থিত থাকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, প্রতিনিধি তো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। প্রধান উপস্থিত থাকলে এখানেই অনেক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ। উপস্থিত না থাকায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সঠিক উদ্যোগ নেয়ায় সমস্যা হবে।

তিনি বলেন, অনেক সময় ভুয়া দলিল দিয়ে পাহাড়ের শ্রেণি পরিবর্তন করে সিডিএ থেকে প্ল্যান নেয়া হচ্ছে। তাই সরেজমিন তদন্ত করে সিডিএর প্ল্যান দিতে হবে। তিনি বলেন, অনেকে বলেছেন পাহাড় রক্ষায় সিটি কর্পোরেশনকে দায়িত্ব নিতে হবে। তবে চসিকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা ভাবতে হবে। তারপরও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। প্রয়োজনে সমস্ত সংস্থাকে একত্রিত করে একসাথে সোচ্চার করতে কাজ করবে চসিক। তবে সকল সংস্থাকে আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আজকে আমরা অনেকে এখনে দৃঢ়ভাবে অনেক কথা বলছি। হয়তো কালকে সে দৃঢ়তা থাকবে না। আমাদের সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগুতে হবে।

সিডিএ চেয়ারম্যান জহিরুল আলম দোভাষ বলেন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সাধারণ ইমারত নির্মাণে প্ল্যান দেয়। পাহাড় কাটলে সিডিএ জরিমানা করতে পারে না। সেটা করবে পরিবেশ অধিদপ্তর। তিনি বলেন, আমরা ড্যাপকে ব্যবহার করে পাহাড় কাটা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। আমার সময় আমি পাহাড়ি এলাকায় কোনো প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেব। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে আমরা পাহাড় রক্ষা করতে পারব।

বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, হাই কোর্ট এবং সরকারের বিভিন্ন সময়ে জারি হওয়া পাহাড় কাটায় নিষেধাজ্ঞার আদেশ উপেক্ষা করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়িতে কাটা হয়েছে পাহাড়। পাহাড় কেটে কিভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা হবে? ১৯৮৩ সালে সরকারি আদেশ ছিল, চট্টগ্রামের কোথাও কোনো পাহাড় কাটা যাবে না। ২০০৭ সালে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছিল, ‘জাতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া পাহাড় কাটা যাবে না’। উচ্চ আদালত ২০১২ সালের ১৯ মার্চ আদেশ জারি করেছিলেন, ‘চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং রাঙামাটিতে কোনো পাহাড় কাটা যাবে না’। সরকারের বিভিন্ন সময়ে জারি করা আদেশ এবং উচ্চ আদালতের রায় উপেক্ষা করেই এই অঞ্চলে পাহাড় কাটা হয়েছে। উচ্ছেদ করা পাহাড়ে আবার গাছ লাগানোর কথাও বলা হয়েছে। পাহাড় কেটে কীভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা হবে সেটি আমাদের মাথায় ধরে না। আশা করি আজকের মতবিনিময়ের পর খুব দ্রুততার সাথেই একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি হবে। পাহাড়গুলো সুরক্ষায় সাইনবোর্ড স্থাপনের যে নির্দেশনা তা বাস্তবায়ন হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম নগরের উপ-পরিচালক মিয়া মাহমুদুল হক বলেন, আমরা গত কয়েক বছরে মোট ৮৫টি মামলা করেছি। এর মধ্যে শুধুমাত্র ২০২২ সালে এই মামলার সংখ্যা ২২টি। আমরা যে আইনের ভেতরে আছি তার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু চসিক, সিডিএ এবং জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহযোগিতা না পাওয়ায় আমরা সফল হচ্ছি না। সিডিএ যদি নকশা অনুমোদন না দেয় তাহলে আমরা বাধাগ্রস্ত হবো না।

সভায় উন্মুক্ত আলোচনায় আকবর শাহ এলাকায় পাহাড় কাটার জন্য স্থানীয় কাউন্সিলর জহুরুল আলমের জসিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও পাহাড় সুরক্ষায় বনায়ন, আকবর শাহ এলাকাসহ শহরের সকল ওয়ার্ডে পাহাড় নিধন করে চসিকের যত প্রকল্প আছে তা স্থগিত ও বাতিলের দাবি জানান বক্তারা।

পটিয়ার এক স্কুলে একযোগে ১৭ শিক্ষককে বদলি

#৪র্থ পৃষ্ঠার পর:

পটিয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু আহমদ বলেন, গত বুধবার বদলির এ আদেশ পান। আদেশ পেয়ে শিক্ষকরা বৃহস্পতিবার (২২ জুন) বদলিকৃত বিদ্যালয়ের যোগদানপত্র দাখিল করছেন।

সূত্রে জানা গেছে, পটিয়া পৌরসদরের শশাংকমালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ও সহকারী শিক্ষিকা উম্মে হাবিবা চৌধুরী ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ নেতা আবু তৈয়ব সোহেলের সঙ্গেও প্রধান শিক্ষকের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এতে আবু তৈয়ব সোহেল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

এদিকে সহকারী শিক্ষিকা উম্মে হাবিবা চৌধুরী কর্তৃক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পটিয়া থানা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নিকট একাধিক লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দুই গ্রুপে বিভক্তি, দলাদলি ও বিরোধ চরম আকার ধারণ করায় তা তদন্ত করে পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদনও দেয়া হয়।

পটিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু আহমদ বলেন, শিক্ষকদের দলাদলি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্ন ঘটনার কারণে স্বনামধন্য ওই স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল। এ নিয়ে ঘটনা তদন্ত করে উপজেলা শিক্ষা অফিসের একটি তদন্ত প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ প্রতিবেদনটি উপজেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ও চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন। জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক এ আদেশ দেন।

জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আতিকুল মামুন বলেন, শশাংকমালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অত্যন্ত যুগোপযোগী ও ফলপ্রসু হবে বলে মনে করি। এ সিদ্ধান্তের ফলে আগামীতে অন্যকোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দলাদলি ও শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্ন ঘটনোর অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে। তিনি আরো জানান, এ বিদ্যালয়ে পরিচালনা পরিষদের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে পরিষদ গঠিত হবে।

‘পলিথিন মুক্ত চট্টগ্রাম’ বাস্তবায়নে ১২ সিদ্ধান্ত

#শেষ পৃষ্ঠার পর:

কাগজের অথবা কাপড়ের পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। পলিথিনের বিকল্প পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাকে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইনের ব্যবহার (যার কাছে পলিথিন ব্যগ থাকবে তার উপর) যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও যথাযথ (চেম্বার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পাট উন্নয়ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট) কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পলিথিন উৎপাদন, ব্যবহার, মজুদ ও বাজারজাতকারীর উপর সংশ্লিষ্ট আইন যথাযথ প্রয়োগের (মোবাইল কোর্টের) মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এ বর্ণিত ১৯ টি পণ্য (ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোলট্রি ও ফিস ফিড) পাটের মোড়ক ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত পণ্য সমূহে যে সকল উৎপাদনকারী পলিথিন জাতীয় পণ্য ব্যবহার করেন তাদের বিরুদ্ধে অচিরেই নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। আগামী ১ জুলাই পলিথিন ব্যবহার সম্পূণরূপে নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকরী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জেলা প্রশাসনসূত্র জানায়, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিন বা পলিথিন সামগ্রী ব্যবহারের ফলে নগরীতে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। বর্ষা মৌসুমে এই ভয়াবহ অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করে। অপরদিকে, পলিথিন উৎপাদনের কারণে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি সামগ্রী আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ নিষিদ্ধ করার লক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০১০ সনের ৫০ নং আইন সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়। এই আইন কার্যকর বা পলিথিনমুক্ত চট্টগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষে মূলত এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়।

নতুন সভাপতি শামসুল, আশরাফুল সাধারণ সম্পাদক পুনঃনির্বাচিত

#শেষ পৃষ্ঠার পর:

সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির বলেন, আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় থেকে দেশের তিন কোটি মানুষকে নানাভাবে সরাসরি আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়েছে। এই উপকারভোগীর মধ্যে যারা চট্টগ্রাম নগরীর ৬টি আসনে বসবাস করেন তাদের কাছ থেকে দলীয় সমর্থন আদায় করা গেলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই ৬ আসনে নৌকার বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

উদ্বোধকের বক্তব্যে মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উন্নয়ন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেই। এর জন্য সাধারণ মানুষকে যুক্তিসংগত কারণে কিছুটা দুর্ভোগও পোহাতে হয়। তবে উন্নয়ন কর্মকান্ড যাতে দ্রুত হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখতে হবে।

মহানগর আওয়ামী নির্বাহী সদস্য শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেছেন, ৭১ সালে যে পরাক্রমশালী দেশটি মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা করেছিল সেই দেশটি আবার আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছে। তাদের জানা উচিত আমরা ৭১ সালের বিজয়ী শক্তি। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার আছে। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বিএনপি জামায়াত দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলার চেষ্টা করছে। তারা দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। দেশের মানুষের আস্থা হারিয়ে বিএনপি বিদেশিদের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিচ্ছে।

৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর আশরাফুল আলমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মো. মঞ্জুর হোসাইন, আনোয়ার হোসেন বাবুল, আবুল কালাম, ইউনিট আওয়ামী লীগের মো. সালাউদ্দিন, হাছান মুরাদ জকু, মো. আলমগীর। সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম, শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এডভোকেট ধৃতিমান আইচ।

ভর্তি চলছে
BAYZID PREMIER SCHOOL
Bayzaid Residential Area, Bayzid Bostami, Chattogram.
Estd. 2009
School Code: 415619
Cell: 01400-767655
E-mail: bpsctg2017@gmail.com
Web: www.bpsctg.com

ভর্তি চলছে
চিলড্রেন ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজ
স্থাপিত ঃ ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ
প্লট নং- ২১, শেরশাহ হাউজিং এস্টেট (মিনারের উত্তর পার্শ্বে), এশিয়ান গার্মেন্টস এর নিকট, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।
EMIS : 70315
SCHOOL CODE :415625
02334-483868
01835-557302
E-mail: cbsc.ctg@gmail.com
Facebook: www.facebook/childrenbrightschool&college

ফ্রেন্ডস্ স্কুল এন্ড কলেজ
স্থায়ী ক্যাম্পাস : মুক্তিযোদ্ধা কলোনী, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৬১৬-১১৭৯৮৬, ০১৬১৫-৫৪২০০৪

ভর্তি চলছে

শাইনিং সান আইডিয়াল স্কুল
মোজাফফর নগর, ৩নং রোড, আজিম চৌধুরী বাড়ি, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৬১৫-৫৪২০০৪, ০১৬১৬-১১৭৯৮৬

একটি যুগোপযোগী আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ
রেডিয়্যান্ট স্কুল এন্ড কলেজ
Rediant School & College
প্লে-নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি চলছে
স্থান: রৌউফাবাদ, পাহাড়িকা হাউজিং সোসাইটি, শামসুল এর বাড়ি, রোড নং ৫, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮৩২-১৫৩৫১০, ০১৬১৫-৫৪২০০৪, ০১৬১৬-১১৭৯৮৬

অনলাইন সংবাদপত্রে শৃঙ্খলা ফেরানোর পরিকল্পনা রয়েছে: তথ্যমন্ত্রী

এক প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী জানান, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ১১৫৮টি। এর মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৫২২টি, সাপ্তাহিক পত্রিকা ৩৪৭টি ও মাসিক পত্রিকা ২৮৯টি।

মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করায় ২৩৯টি অনলাইন নিউজ পোর্টালের ডোমেইন বাতিলের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

বুধবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে জাতীয় পার্টির মুজিবুল হক চুন্নুর প্রশ্নে তিনি বলেন, “অনলাইন সংবাদপত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকারের পরিকল্পনা আছে। সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এমন ২৩৯টি অনলাইন নিউজ পোর্টালের ডোমেইন বরাদ্দ বাতিলসহ লিঙ্ক বন্ধ করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাধ্যমে বিটিআরসিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

“এছাড়া কোনো অনলাইন সংবাদপত্রে বা অনলাইনভিত্তিক পোর্টালে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচারের অভিযোগ পাওয়া গেলে তা বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে।”

বুধবার বিকালে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হলে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপন করা হয়।

আরেক প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী জানান, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ১১৫৮টি। এরমধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৫২২টি, সাপ্তাহিক পত্রিকা ৩৪৭টি ও মাসিক পত্রিকা ২৮৯টি। সরকারি বিজ্ঞাপন বর্তমানে চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না বিধায় বিজ্ঞাপন বাবদ সরকারি ব্যয় বা রাজস্ব আয়ের সঠিক তথ্য এ অধিদপ্তরে সংরক্ষিত নেই।

তবে ‘এ’ শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবসের ক্রোড়পত্র প্রকাশের বিল থেকে ১৫% ভ্যাট, ১০% সরকারি কর, ৪% আয়কর ও ২% সার্ভিস চার্জ আদায় বাবদ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ঢাকা জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা থেকে মোট ২,৫৩,২৭,৯৫৭ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

জ্বালানি তেলে সরকার ভর্তুকি দেয় না

জ্বালানি তেলে সরকার বর্তমানে সরাসরি কোনো ভর্তুকি দেয় না বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

সরকার দলীয় সংসদ সদস্য হাজী মো. সেলিমের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, ২০২১-২২ অর্থবছরে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সব ধরণের জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করার পরও ওই অর্থবছরে বিপিসি প্রায় দুই হাজার ৭০৫ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এখানে বিপিসি সরকার থেকে কোনো ভর্তুতি না নিয়েও পূর্বের মুনাফা থেকে এ লোকসান বহন করেছে।

তিনি জানান, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলমান থাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও বিপিসির লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। এ অর্থবছরেও বিপিসি সরকার থেকে ভর্তুকি নেয়নি।

প্রতিমন্ত্রী জানান, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি চালু হওয়ার পর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সব ধরণের ট্যাক্স দিয়ে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে তিন হাজার ৫১৬ কোটি ৮২ লাখ টাকা।

নোয়াখালী-২ আসনের সংসদ সদস্য মোরশেদ আলমের প্রশ্নে নসরুল হামিদ জানান, ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৭ কোটি ৮৯ লাখ ৯ হাজার টাকা মুনাফা করেছে। যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ১৪ কোটি ৯৩ লাখ ৩১ হাজার টাকা বেশি। ওই অর্থবছরে সরকারের মুনাফা অর্জন করেছিল ৩২ কোটি ৯৫ লাখ ৭৮ হাজার টাকা।

সরকার দলীয় সংসদ সদস্য এম আবদুল লতিফের প্রশ্নে প্রতিমন্ত্রী জানান, গ্যাস খাতের উন্নয়নে গত ১৪ বছরে বিদেশি কোম্পানিগুলো তিন হাজার ৪৮৩ দশমিক ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বাংলাদেশে করেছে। সাতটি বিদেশি কোম্পানি দেশে বিনিয়োগ করেছে বলে জানান তিনি।

এর মধ্যে আমেরিকার তেল-গ্যাস কোম্পানি শেভরন সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছে। কোম্পানিটি দুই হাজার ৯৪১ দশমিক ৯৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক কোম্পানি তাল্লো ২৩৬ দশমিক ৩৭ মিলিয়ন ডলার, একই দেশের কেয়ার্ন এনার্জি ২৪২ দশমিক ০৭ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। চতুর্থ সর্বোচ্চ ৪৫ দশমিক ৯৪ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ভারতীয় ওএনজিসি বিদেশ কোম্পানি।

যুক্তরাষ্ট্রের কানকোফিলিপস ৬ দশমিক ২২ মিলিয়ন, অস্ট্রেলিয়ার সান্তোস ৫ দশমিক ৭১ মিলিয়ন ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পোসকো ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন বাংলাদেশে ৫ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে বলে জানান তিনি।

নসরুল হামিদ বলেন, দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্তের কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আলোকে কক্সবাজারের মহেশখালীতে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে সরকার/পেট্রোবাংলার কোনো অর্থ ব্যয় হয়নি। তবে এলএনজি ব্যবহারের জন্য পেট্রোবাংলা নির্ধারিত ফ্রি দিচ্ছে। ১৫ বছর পর এলএনজি টার্মিনাল দুটির মালিকানা সরকার/পেট্রোবাংলার কাছে ন্যস্ত হবে।

আরেক প্রশ্নে নসরুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে এক হাজার ১৬৯ দশমিক ৭৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। যার মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ থেকে অফ গ্রিডে ৩৫৭ দশমিক ০৯ মেগাওয়াট এবং অন-গ্রিডে ৫৭৮ দশমিক ৬৬ মেগাওয়াটসহ মোট ৯৩৫ দশমিক ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

গাছের চারা পরিবেশ রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে: জেলা প্রাশাসক

আনোয়ারা পিএবি সড়কে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে চট্টগ্রামের ১৫টি উপজেলা এবং নগরে ২৩ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। এরমধ্যে আনোয়ারা উপজেলায় ১ লাখ ১০ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বিকাল চারটায় পিএবি সড়কের ডাকপাড়া এলাকায় চারা লাগিয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান ও চট্টগ্রাম মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী তানজিয়া রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. ইশতিয়াক ইমন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুমিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রমজান আলী, চাতরী ইউপি চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন চৌধুরী সোহেল প্রমুখ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইশতিয়াক ইমন জানান, চলতি বর্ষা মৌসুমে কয়েক ধাপে আনোয়ারার ১১ ইউনিয়ন, পিএবি সড়কের দু’পাশ, গ্রামীণ সড়ক ও উপকূলীয় বেড়িবাঁধে ১ লাখ ১০ হাজার বিভিন্ন প্রকারের ফলদ, বনজ ও ওষুধি গাছের চারা রোপণ করা হবে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ মো. ফখরুজ্জামান জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ২০২৩ সাল উপলক্ষে চট্টগ্রামের ১৫ উপজেলা ও মহানগরে ২৩ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে। আশাকরি আগামীতে এসব গাছের চারা চট্টগ্রামের পরিবেশ রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শেষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক পারকী সমুদ্র সৈকতের উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। আর রাত আটটায় আনোয়ারা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত বর্ষাবরণ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ভিপি জাফর উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করিম চৌধুরী বাবুল, উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ গতকাল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গতকাল সকালে বন্দর ভবনে যান এবং চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই সময় চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বার্থিংসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরাজমান সমস্যা নিয়ে বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করা হয়। এই সময় এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বন্দরের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আন্তরিক পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে বন্দর চেয়ারম্যান আশ্বস্ত করেছেন।

পটিয়ার এক স্কুলে একযোগে ১৭ শিক্ষককে বদলি

দলাদলির জের

পটিয়ার পৌরসদরের শশাংকমালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ একযোগে ১৭ জন শিক্ষককে বদলির আদেশ দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। গত ১৩ জুন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নাসরিন সুলতানা স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই ১৭ শিক্ষকের বদলির আদেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে ১৭ শিক্ষককে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বদলি করে সেখান থেকে একজন করে শিক্ষককে শশাংকমালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুমোদন ক্রমে প্রশাসনিক কারণে তাদেরকে বদলি করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার নিম্নবর্ণিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান/সহকারী শিক্ষকগণকে জেলা প্রশাসক প্রতিবেদন ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রামের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সকল শিক্ষককে বদলি করে পদায়ন করা হয়। ***#তৃতীয় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলাম***

চট্টগ্রামের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবি নূরুল হুদার আড্ডা

চট্টগ্রামের কবি ও সুহৃদদের সঙ্গে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার আড্ডা ও কবিতা পাঠ গতকাল সকালে নগরীর এম এম আলী রোডে টেলেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে উচ্চারক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

আড্ডায়, আলোচনা, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ নেন কবি অধ্যাপক হোসাইন কবির, কবি ওমর কায়সার, কবি ইউসুফ মুহাম্মদ, গল্পকার নাসের রহমান, কবি রুহুল কাদের, কবি রুহু রুহেল, কবি ও লালন গবেষক স্বপন মজুমদার, অধ্যাপক বশির আহমদ কনক, কবি অনুপমা অপরাজিতা, কবি ও সম্পাদক আলী প্রয়াস, কবি নিশাত হাসিনা শিরিন, লেখক সৌভিক চৌধুরী, বাচিকশিল্পী ফারুক তাহের, কবি ও প্রাবন্ধিক আজিজ কাজল, কবি বিটুল দেব, কবি ও শিক্ষক মোহাম্মদ আলী, লেখক জামশেদুল আলম, আবৃত্তিশিল্পী এ এস এম এরফান প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কবিপত্নী লেখিকা সাঈদা হুদা।

আড্ডায় মুহম্মদ নূরুল হুদার শৈশব, বেড়ে ওঠার গল্প, প্রথম কবিতা লেখার স্মৃতি, শিক্ষাজীবন ও কবিতা যাপনের সক্রিয় ছয় দশকের বর্ণিল জীবনালেখ্য উঠে আসে। তিনি তাঁর কবিতার উৎসমুখ থেকে গতি-প্রকৃতি ও বাঁকবদলের চিত্র তুলে ধরেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ঘাসফুলের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম

উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের বৃক্ষরোপন কার্যক্রম সম্প্রতি নগরীর অনন্যা আবাসিক এলাকার নিকটস্থ ওয়াজেদীয়াতে এবং হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে শুরু হয়। ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় এই কার্যক্রম আগামী দুই মাস পর্যন্ত চলমান থাকবে। ঘাসফুল পরিচালিত এবারের বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে অংশ নেন সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক শামসুল হক, প্রশাসন বিভাগের বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক মশলিউর রহমান, কর্মকর্তা আবদুর রহমান, সমৃদ্ধি-গুমান মর্দ্দন এর সমন্বয়কারী মো. রিদোয়ান, পাভেল তালুকদার, রুমেল মুৎসুদ্দী, অনিক বড়ুয়া, তানজিনা নাজনীন প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রসূতি মা ও নবজাতকদের স্বাস্থ্য উপকরণ প্রদান

জেমিসন মাতৃসদন হাসপাতাল

জেমিসন রেড ক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতালের আয়োজনে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আন্তঃবিভাগে ভর্তি সকল প্রসূতি মা ও নবজাতক সন্তানদের স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নগরীর অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতালের মতো হাইজিন কিটের উপকরণের সাথে আরো নতুন উপকরণ সংযুক্ত করে রোগী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মত নেয়া হয় এ উদ্যোগ।

বিতরণ অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এটিএম পেয়ারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের সেক্রেটারি আসলাম খান, জেমিসন রেড ক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতালের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. রোজী দত্ত।

উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের কার্যকরী কমিটির সদস্য মোঃ ইসমাইল হক চৌধুরী ফয়সাল, জেমিসন রেড ক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতালের ইনচার্জ মো. সেলিম রহমান, চট্টগ্রাম জেলা ক্রিসেন্ট ইউনিটের ইউএলও আবদুল মান্নান, হাসপাতালের চীফ এডমিন অফিসার মো. আশরাফ উদ দৌলা সুজন, নার্সিং ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মর্জিনা আক্তার। প্রধান অতিথি বলেন, জেমিসন রেড ক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল চট্টগ্রামের একটি আদি ও অলাভজনক হাসপাতাল যেখানে নাম মাত্র খরচে সকল শ্রেণির রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। আমরা কম খরচের মধ্যে চেষ্টা করছি চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক ভাবে চলমান হাসপাতাল গুলোর সমমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে। তারই আলোকে জেমিসন রেড ক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতালের আন্তঃ বিভাগে ভর্তি সকল রোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বৃদ্ধি ও হাইজিন শতভাগ বজায় রাখার জন্য এই উপকরণ গুলো নিশ্চিত করছি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

হাটহাজারীর শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক সেলিম উদ্দিন

চট্টগ্রামঃ জেলার হাটহাজারী উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন মীর নোয়াবুল হক মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো.সেলিম উদ্দিন রেজা।

সম্প্রতি (২১ মে) হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো.শহিদুল আলম ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মাইনুদ্দিন মজুমদার স্বাক্ষরিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ- ২০২৩ এর ফলাফল বিবরণী তালিকায় শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক ইভেন্টে তার নাম ঘোষণা করা হয়।

মীর নোয়াবুল হক মেমোরিয়াল হাই স্কুলে ২০০৪ সালে সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে সেলিম উদ্দিন রেজা শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। পরে ২০১৪ সালের জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ওই প্রতিষ্ঠামানের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন তিনি।

যোগদানের পর থেকেই সততা, যোগত্য, মননশীলতা ও দক্ষতার সাথে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। শ্রেণিকক্ষে সহজ ও সাবলীল ভাষায় পাঠদান করার ক্ষেত্রে এবং কবিতা আবৃত্তিও বেশ সুনাম রয়েছে এ শিক্ষকের।কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ভালো ফলাফল অর্জন করে আসছে। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নসহ পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

সেলিম উদ্দিন রেজা হাটহাজারী পৌরসভার মেডিকেল গেইট এলাকার সরকারি কর্মচারী মরহুম মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন এবং গৃহিনী রোকেয়া বেগমের সন্তান।

উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, ‘আমার এ অর্জন মহান আলাহর অশেষ রহমত,মা,বাবার দোয়া, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা পরিবার, পরিচালনা পরিষদ, সহকর্মী, অভিভাবক মন্ডলী, প্রিয় ছাত্র ছাত্রী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার ফসল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে সব সময় চেষ্টা করি নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য। আর আমার এ অর্জন আমার সকল ছাত্র/শিক্ষকসহ হাটহাজারীবাসীর জন্য উৎসর্গ করলাম।”

বোয়ালখালীতে শিশুদের সাঁতার শেখাতে শেখ রাসেল সুইমিংপুল

নির্মাণ কাজ শেষ সুবিধাজনক সময়ে উদ্বোধন

বোয়ালখালীতে শীঘ্রই উদ্বোধন হতে যাচ্ছে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শেখ রাসেল সুইমিংপুল। ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে এটি উদ্বোধন করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদ এলাকার ফকিন্নির দীঘির পাড়ে প্রস্তাবিত শেখ রাসেল শিশু পার্কের পাশে ৩৫ ফুট দৈর্ঘ্যের ও ১৮ ফুট প্রস্থের এ সুইমিংপুলটি নির্মাণে প্রায় ৭ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। জানা যায়, অত্যাধুনিক এ সুইমিংপুলে শিশুদের বয়স অনুপাতে তিনটি লেয়ারে পানি কমানো বাড়ানোর সুবিধা রাখা হয়েছে। শিশুদের নিরাপত্তায় দেওয়া হয়েছে ফেন্সিং। লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থাও রয়েছে। দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা শিশুদের সাঁতার শেখানো হবে এ সুইমিংপুলে।

স্থানীয় গোমদন্ডী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নজির আহমদ বলেন, সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সাঁতার শেখার সুযোগ ও সাঁতার না জানার কারণে এ উপজেলায় প্রায়ই পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এটি চালু হলে এর থেকে কিছুটা হলেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। উপজেলা কাব লিডার মো. ফারুক ইসলাম বলেন, কাবিং ও স্কাউটিংয়ে সাঁতারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকলেও এ উপজেলায় তেমন কোনো ক্ষেত্র না থাকায় বিষয়টা এতদিন এক প্রকার উপেক্ষিত ছিল। এটি চালু হলে এ বিষয়ে আমরা আরো বেশি করে নজর দিতে পারব।

এবারের বিভাগীয় পর্যায়ে সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্থানীয় গোমদন্ডী পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রাঞ্জল বড়ুয়া বলেন, প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা না থাকায় এ বিষয়ে আগ্রহী আমার মত অনেক প্রতিভা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটি চালু হলে এখান থেকেই আরো অনেক প্রতিভা জাতীয় ও আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি এ উপজেলার জন্য সুনাম বয়ে আনতে পারবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ মামুন বলেন, সাঁতার জানা প্রতিটা জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। শরীর সুস্থ সবল রাখতে ও মেধা মননের জন্য খুবই উপকারী সাঁতার। তাই এমন একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, উদ্বোধন পরবর্তী শিশুদের বিনামূল্যে একজন প্রশিক্ষক দ্বারা সাঁতার শেখানো হবে এখানে। আগ্রহী শিশুদের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে নামের তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে বলে দেয়া হয়েছে।

স্বপ্নের অভিনব বাস্তবায়ন হাজেরা-তজু স্কুল এন্ড কলেজ

আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

হাউয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র হলো “ভ্যারিটাস অ্যাট ইউটিলিটাস” অর্থাৎ সত্য ও সেবা, আর আমাদের হাজেরা তজু স্কুল এন্ড কলেজ এর মূলমন্ত্র হলো “ইন ফেইথ গু ফরওয়ার্ড” এই মূলমন্ত্রে প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-ছাত্রীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। Not to prove but to improve এই মূলমন্ত্র শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিরন্তর ব্যাপৃত আছেন। এই প্রসঙ্গে এরিস্টোটল বলে গেছেন, Learning cannot be done without the pain.

কোন একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে গড়ে ওঠে না, এর পেছনে থাকে একটি দীর্ঘ ইতিহাস। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী জনাব মুজিবুর রহমান সাহেব ২০১৫ সালে সন্তানকে ভর্তি করাতে অষ্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন। সেখানকার নিউ সাউথ এয়েলস ইউনিভার্সিটির মিনি সংস্করণ “আজকের হাজেরা তজু স্কুল এন্ড কলেজ” যা চান্দগাঁও নুরুজ্জামান নাজির বাড়ী সড়কে অবস্থিত। অষ্ট্রেলিয়া থেকে ধারণা নিয়ে এসে ২০১৬ সালে ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। যার প্রতিষ্ঠাকাল সরকারী নথি মোতাবেক ০১/০৮/২০১৬ইং (বিভিন্ন শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত)।

২৫ বিঘা জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ তালা ভবনের নিচ তালায় এবং ২য় তালায় (আংশিক) রয়েছে “চিটাগাং কিন্ডারগার্টেন”। এই প্রতিষ্ঠানে ৮০০ জন কচি-কাঁচা শিশু শিক্ষার্থী অত্যন্ত আনন্দের সাথে লেখাপড়া করে। শ্রেণি কক্ষের বাহিরে এই ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের বাগানে খেলতে দেখলে যেই কেউ ভুল করবেন, এদের দেখতে অবিকল বাগানের ফুল মনে হয়। বিশেষ করে তাদের স্কুল ইউনিফর্ম এক অপূর্ব সংযোজন। এই ইউনিফর্ম এর রূপকার হচ্ছেন জনাব মুজিবর রহমান। এই কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহোদয় গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন দুই ধরণের ইউনিফর্ম চালু করেন। গ্রীষ্মকালীন ইউনিফর্ম পরিহিত ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের দেখলে মনে হয় এটিই যথার্থ আবার শীতকালীন পোশাক পরিহিত শিক্ষার্থীদের দেখলে মনে হয় এটিই যথার্থ। এই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন, জনাবা ফাতেমা ইয়াছমিন। যিনি সৎ, দক্ষ, কৌশলী, শিক্ষার্থীবান্ধব, শিক্ষকবান্ধব এবং অভিভাবক বান্ধব।

৪ তালা ভবনের ২য় তালা (আংশিক), ৩য় তালায় ও ৪র্থ তালায় রয়েছে স্বপ্নের অভিনব বাস্তবায়ন “হাজেরা তজু স্কুল এন্ড কলেজ”। এটি একটি সহশিক্ষা ও রাজনীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান। গত ০১/০১/২০১৭ সালে যুগপথ ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে এই স্কুলের যাত্রা শুরু। ১১/০১/২০১৭ইং তারিখে শ্রেণি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মুজিবুর রহমান মহোদয়। এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। এই স্কুল থেকে চলতি বছর (২০২৩ইং) সালে ৯৬ জন শিক্ষার্থী এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ইনশাল্লাহ সবাই উত্তীর্ণ হবে।

আমাদের স্কুলের জে.এস.সি ও এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফলে পাশের হার শতভাগ হওয়ায় সরকার কর্তৃক একটি চারতলা উর্দ্ধমুখী ভবন করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং স্থান নির্ধারণের জন্য অচিরেই শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে পরিদর্শনে আসবেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়টি ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করায় আমরা সরকার থেকে এই পুরস্কারটি পেতে যাচ্ছি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে ২টি শিফ্ট: ছাত্রী প্রাতঃ বিভাগ এবং ছাত্র-দিবা বিভাগ। প্রধান শিক্ষক জনাব এ.এস.এম ইকবালের প্রতিক্রিয়ার তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারের নীতিমালার আলোকেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষাথী ও শিক্ষকের অনুপাত ৩০:১। উন্নত সাউন্ড সিস্টেম, ৩০টি কম্পিউটার নিয়ে রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও বিজ্ঞানাগার রয়েছে ৪র্থ তালায়।

ছবির মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক প্রশান্তির এক অনুপম উৎস। ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চোখে পড়বে সুবিশাল খেলার মাঠ এবং বাস্কেট বল ও ব্যাটমিন্টন খেলার গ্রাউন্ড। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি স্কুল ও কলেজ ভবনটি সবার নজর কাড়বে। এরপরেই চোখে পড়বে কোয়ালিটি স্কুল অব ক্রিকেট কমপ্লেক্স। এখানের রয়েছে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত বাংলাদেশের একমাত্র সর্ববৃহৎ সানোয়ারা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যার উদ্বোধন করেন, আইসিসি রেঙ্ককিং এ ১নং তারকা, ক্রিকেটের বরপুত্র অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

প্রতিষ্ঠানটি রাজনীতিমুক্ত, ধুমপান মুক্ত, শান্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচ্ছন্ন বোধে উজ্জীবিত রাখে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের রয়েছে তিন স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। মূল গেইট, স্কুল ও কলেজ ভবনের প্রবেশ গেইটে রয়েছে নিরাপত্তা কর্মী। যারা সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। এখানে একজন অভিভাবক তার সন্তানকে স্কুলে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। বিভিন্ন প্রান্তে বসানো আছে সি.সি টিভি ক্যামেরা। ক্লাস রুমগুলোকে সি.সি টিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। ফলে সহজেই শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতির প্রতি নজর রাখা যায়। প্রধান শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে পাঠদানের অগ্রগতি সম্পর্কে ফিডব্যাক নেন। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আস্থা, ভালবাসা আর নির্ভরতার সুতোয় গাঁথা। এখানে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতিতে স্বার্থকভাবে পাঠদান করার জন্য শিক্ষকদের জন্য রয়েছে জবভৎবংযবৎ কোর্স ও ইন হাউস ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত টিফিন সরবরাহের জন্য রয়েছে একটি ক্যান্টিন। যার ফলে শিক্ষার্থীদের বাহিরে টিফিনের জন্য ছুটাছুটি করতে হয় না।

আমাদের স্কুলের সুনাম দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও নন্দিত হয়েছে। যাহা খুবই গৌরবের। এ প্রসঙ্গে নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখ করছি:

গত কয়েক মাস পূর্বে চীনের একটি পর্যটক (এটাছি/সহ দূত) চট্টগ্রাম ভ্রমণের জন্য এসে আমাদের বিদ্যালয়ের ইমারত ও বিশাল নান্দনিক ক্যাম্পাস দেখে মুগ্ধ হয়ে কৌতুহল বশতঃ বিদ্যালয় অঙ্গণে প্রবেশ করেন এবং প্রধান শিক্ষকের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাত মিলিত হন। পরে বিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ দিক জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেই প্রধান শিক্ষক মহোদয় নিঃসংকোচে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। টু ইন ওয়ান পদ্ধতিতে পরিচালিত একই ছাদের নিচে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ পদ্ধিতে পাঠদান দেখে তিনি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি কামনা করেন। এর কিছুদিন পরে রেডিও ইবরলরহম এর রাত ৯:০০ ঘটিকার বাংলা সংবাদের পর হাজেরা তজু স্কুল এন্ড কলেজের একটি বিশেষ বুলেটিন প্রচার করেন। সংবাদ বুলেটিনে উক্ত বিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয় এই ধরণের বিদ্যাপীঠ শুধু বাংলাদেশে নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আরও প্রতিষ্ঠিত হলে যাহা শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করবে।

তাই সম্মানিত অভিভাবকের প্রতি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনার সন্তানের জন্য এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি যথার্থ কিনা? একবার দেখে যাওয়ার জন্য। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি আপনার সন্তানের চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত কিনা?

পরিশেষে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্রাটিস এর উক্তি দিয়ে লেখা শেষ করছি; “বড় পরিবর্তনের জন্য বড় পদ-পদবির প্রয়োজন নেই।”

আমি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি। আমি এই মহতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

লেখক: এ.এস.এম ইকবাল
প্রধান শিক্ষক, হাজেরা তজু স্কুল এন্ড কলেজ।

লায়ন ডা. বরুণ কুমার আচার্য বলাই-এর রচিত বই সমূহ ঃ
বই পড়ুন, বই উপহার দিন, বই সংগ্রহে রাখুন
যোগাযোগ : ০১৮৬৩-১৫০৫৫৩, ০১৮১৩-১৫৪১৫৬

কেমন ছিল সেকালে বাংলার কোরবানির ঈদ

বিশ শতকের আগে বাংলা অঞ্চলে ঈদুল আজহা আজকের মতো বড় উৎসব ছিল না। কেমন ছিল তখনকার বাংলার কোরবানির ঈদ? বিভিন্নজনের আত্মস্মৃতি ও স্মৃতিকথায় ধরা আছে সে সময়ের ঈদের টুকরো ছবি।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘কোরবানী’ কবিতায় লিখেছেন, ‘ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।’ অর্থাৎ কোরবানি কোনোভাবেই রসনাতৃপ্তি কিংবা জাগতিক প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে বাছবিচারহীন পশু হত্যার উৎসব নয়, এর মর্মমূলে রয়েছে সত্যানুসন্ধান ও মানবিক শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান। আরেকটি কবিতা ‘শহীদী ঈদ’-এ বিষয়টি আরও খোলাসা করেছেন নজরুল, ‘মনের পশুরে করো জবাই, পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।’

বাংলায় কোরবানির ঈদের উৎস সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশ শতকের আগে ঈদুল ফিতর যেমন কোনো বড় ধর্মীয় উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়নি, তেমনি হয়নি ঈদুল আজহাও। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাঁর বাংলাদেশের উৎসব (১৯৯৪) বইয়ে লিখেছেন, ‘আজকে আমরা যে ধুমধামের সঙ্গে ঈদ-উল আজহা পালন করি, তা চলিশ-পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্যমাত্র।’ দেড় শ-দু শ বছর আগে মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে ঈদ তেমনভাবে উদ্‌যাপিত না হওয়ার কারণ ছিল দারিদ্র্য ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। দুটি ঈদেরই প্রধান আনুষ্ঠানিকতা ছিল মাঠে গিয়ে নামাজ পড়া এবং খাওয়াদাওয়া। গরু কোরবানি দেওয়া কিংবা সাড়ম্বরে মাংস বিতরণ করার ব্যাপারটি তখন একরকম দুর্লভ ঘটনা ছিল। কারণ, হিন্দু জমিদার-অধ্যুষিত এই ভূখন্ডে গরু কোরবানি দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। এ জন্য অনেকে গরুর বদলে বকরি কোরবানি দিত, সেই থেকে ঈদুল আজহার আরেক নাম দাঁড়ায় বকরি ঈদ। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে এই বৈরী আবহাওয়া কাটতে শুরু করে। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মজীবনী আত্মকথায় লিখেছেন, ‘মোহররম পর্বে আমাদের বাড়িতে এত ধুমধাড়াক্কা হইলেও দুই ঈদে কিন্তু অমন কিছু হইত না। বকরী ঈদে প্রথম প্রথম দুই-তিনটা ও পরে মাত্র একটা গরু কোরবানী হইত।’

ঈদুল ফিতরের মতো বকরি ঈদে মাসব্যাপী প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপার নেই। এই ঈদের মুখ্য বিষয় হচ্ছে, কোরবানির জন্য গরু-ছাগল কেনা। সেকালে অনেকে গৃহপালিত পশু কোরবানি দিতেন, অনেকে কৃষকের থেকে কিনতেন। যেহেতু প্রিয় বস্তু কোরবানি করা উত্তম, সেহেতু কেনা পশুটির যত্নআত্তির কমতি ছিল না। কেউ কেউ মাসখানেক আগে থেকেই পশু কিনে নিজের সন্তানের মতো দেখভাল করতেন। দারিদ্র্যের কারণে যাঁরা কোরবানি দিতে পারতেন না, তাঁদের বাড়িতে মাংস পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ত্রিশের দশকে মফস্‌সলের সম্পন্ন পরিবারে কীভাবে কোরবানির ঈদ উদ্‌যাপিত হতো, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় জাহানারা ইমামের অন্য জীবন বইটিতে। তিনি কোরবানির ঈদের খুঁটিনাটি তুলে ধরে লিখেছেন, ‘কোরবানীর সময় দেশের বাড়িতে যে চমকপ্রদ উৎসবটা হ’ত, সেটা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট আকর্ষণের ব্যাপার। কোরবানীর সময় তিনটে গরু, গোটা পাঁচ-ছয় ছাগল/খাসী কোরবানী দেওয়া হ’ত। এত বেশি পরিমাণে পশু কোরবানীর কারণ হ’ল গোষ্ঠীর লোকসংখ্যার বহর...কোরবানীর সময় আমাদের বাড়িতে চালের আটার রুটি বানানো হ’ত–সে একটা দেখবার মতো জিনিস। রসুনের খোসার মতো পাতলা রুটি। ধবধবে সাদা এবং সুগোল। বাড়ির মেয়েরা আগের রাত বারোটা-একটার সময় দহলিজের সামনের সেই যে কাজীর পুকুর, সেই পুকুরটায় গোসল করে আসতেন। কাজী পুকুরের শানবাঁধানো ঘাট ছিল, চারকোনা পুকুরটির পাড়গুলি উঁচু ছিল, পানি ছিল পরিষ্কার টলটলে। রাতদুপুরে পর্দার হানি হবে না বলেই বোধ হয় দাদাজানের অমত ছিল না বাড়ির বউঝিদের পুকুরে গোসল করতে যেতে দিতে। গোসল করে বাড়িতে এসে নতুন শাড়ি পরে বউ-বিবিরা ওজু করে বিসমিলা বলে কোরবানীর রুটি বানাতে বসতেন। আগের দিনই ঢেঁকিতে আটা কোটানো হয়েছে। রুটি বানানো হত দু’শো তিন’শো! সেই জন্যই বোধকরি আগের রাত থেকে শুরু হ’ত এই ম্যারাথন রুটি বানানো।’

সেকালে রুটি ও মাংসই ছিল কোরবানির ঈদের প্রধান খাবার। আত্মীয়স্বজন শুধু নয়, পাড়া-প্রতিবেশী আর অভাবী লোকদেরও রুটি ও মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো।

তখনকার মানুষেরা খাওয়ার দিক থেকে যেমন ছিলেন বেহিসাবি, তেমন আয়োজনের দিক থেকেও অকৃপণ। এক বসাতেই এক কেজি মাংস ও ২০টি রুটি পেটে চালান করে দিয়েছেন এমন খাদকের সংখ্যা ছিল অঢেল। পশু জবাইয়ের আগে যে বিষাদঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, পরবর্তীকালে তা এসব খাবারদাবারের উৎসাহের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি তলিয়ে যেত। আনিসুজ্জামান তাঁর আত্মজীবনী কাল নিরবধিতে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছেন, ‘বকরিদে আমরা প্রতিবছর কুরবানি দিতাম না, মাঝে মাঝে তা বাদ পড়ত ভক্তির অভাবে অতটা নয়, যতটা সামর্থ্যের অভাবে। বড়রা চেষ্টা করতেন, পশু জবাই থেকে আমাদের আড়াল করতে। আমরা ছোটরা ততোধিক উৎসাহে ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে জবাই দেখে ফেলতাম। দেখার পরে কিন্তু অনেকক্ষণ বিষাদে মন ছেয়ে যেত। তবে শেষ পর্যন্ত এই বিষণ্নতা পেছনে ফেলে দেখা দিত কুরবানির গোশত খাওয়ার উৎসাহ।’

তবে খাবারের বাহুল্য সত্ত্বেও কারও মনের গহিনে প্রিয় পশুটি হারানোর ক্ষত দীর্ঘদিন পর্যন্ত লেগে থাকত। ষাটের দশকে রংপুরের এক কৃষক পরিবারে কোরবানির ঈদের দিন এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছিল। লোকসংস্কৃতিবিদ শামসুজ্জামান খানের একটি লেখা থেকে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে একটি গরুকে বড় করেছিলেন ফজল মিয়া নামের এক ব্যক্তি।

তবে কোরবানি ঈদের ঠিক আগে আগে সন্তানের মতো বড় করে তোলা গরুটি বিক্রি করে যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন, তখন তাঁর অবস্থা মৃতপ্রায়। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলেন না প্রিয় গরুটির স্মৃতি! অবশেষে ঈদের দিন সেই গরু কোরবানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চিরবিদায় নেন!

অতটা জোরালো না হলেও কবি জসীমউদ্‌দীনের গরুপ্রীতি নিয়েও মর্মভেদী গল্প আছে। তাঁর স্ত্রী মমতাজ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সেই কীর্তিকান্ডের কথা: তখন গ্রীষ্মকাল।

কোরবানির ঈদের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। প্রতিবেশীরা সাধ্যানুযায়ী গরু অথবা খাসি কিনে বাড়ি ফিরছে। কবির ছেলেমেয়েদেরও খুব শখ যে তাদের বাড়িতেও গরু অথবা খাসি কোরবানি হোক। তাই তারা বাবাকে বারবার অনুরোধ করে যাচ্ছে যেন একটি গরু কেনা হয়। ছেলেমেয়ের কথায় কবি একচোট হেসে বললেন, ‘আমার ঘরে তোরা কেমন নিষ্ঠুর ছেলেমেয়েরে যে সবাই গরু জবাই করে বলে আমরাও করব। আজ যদি আমরা একটা গরু বাঁচাই, তাহলে কেমন হয়? আমার খুব ইচ্ছা কোরবানির জন্য যত গরু হাটে আসে সবগুলিই কিনে এনে আমি পুষি। কিন্তু আমার যে এত টাকা নেই! তবে একটি কাজ তো অনায়াসে করতে পারি, জবাই না করে অন্তত একটি গরু বাঁচাতে পারি। তোদের মার সঞ্চিত টাকা থেকে যদি আমাকে কিছু টাকা গরু কেনার জন্য ধার দেয় তাহলে ভালো হয়।’

কাছেই ছিলেন কবিপত্নী। কবি আসলে কথাগুলো এমনভাবে বলছিলেন যাতে তাঁর পত্নীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো সাড়া না পাওয়ায় কবি বললেন, ‘আমাকে যদি সাহায্য কর, এতে তোমারও অনেক পুণ্যি হবে।’ কবিপত্নী তখন হেসেই অস্থির। তিনি মজা করার জন্য গোপনে জমানো টাকা থেকে মাত্র ১১০ টাকা কবির হাতে তুলে দিলেন। তিনি জানতেন, এই টাকা দিয়ে বড়জোর একটা বাছুর কেনা যেতে পারে।

কিন্তু কবি সেই টাকা নিয়েই ছুটলেন গাবতলীর হাটে। কবিপত্নী ভেবেছিলেন কবি কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে বাড়ি ফিরবেন। বেলা গড়াতে লাগল। সন্ধ্যার আগে ছেলেমেয়েরা হইচই করে সামনের বাগানের দিকে ছুটল। কবিপত্নীও ওদের পিছু পিছু পা বাড়ালেন। হঠাৎ দেখলেন গেট খুলে মালি রশি ধরে একটি সাদা গরু টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসছে। একই সময় কবি একটি বেবিট্যাক্সি থেকে নামলেন এবং গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ঢুকলেন। কবি তাঁর পত্নীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, ‘আজ আমার ভাগ্যি ভালো, হাটে যেয়ে অনেক গরু দেখে এই গরুটাই পছন্দ হয়েছে। যদিও একটু শুকনা আর কাঠি-কাঠি ভাব আছে, তবে কিছুদিন যত্নআত্তি করলে এবং ঘাস-ভুসি খাওয়ালে শীঘ্রই মোটাতাজা হয়ে উঠবে।’ কবির কথা শুনে এবং হাড়জিরজিরে গরুর চেহারা দেখে কবিপত্নী হাসবেন না কাঁদবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি কড়া গলায় বললেন, ‘আমার জন্য একটা ল্যাংড়া আধমরা গরু নিয়ে এসেছ, তা-ও আবার আমার জমানো টাকায় কেনা। আমি হলে আধপয়সা দিয়েও এমন গরু কিনতাম না। দাও এক্ষুনি আমার সব টাকা ফেরত দাও।’ কবি হেসে বললেন, ‘তুমি এত রেগে গেলে কেন? দেখো, গরুটির কাছে এসে গায়ে হাত দিলে কেমন গলা উঁচু করে আদর চায়।’ এ কথা শুনে কবিপত্নীর রাগ আরও বেড়ে যায়।

তিনি আরও কড়া গলায় বললেন, ‘তোমার আদরের নিকুচি করি। আমি চললাম আমার বাপের বাড়ি।’ আসলেই সেবার তিনি তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন। ফিরলেন দুদিন পর। ফিরেই দেখলেন এলাহি কান্ড। ডাক্তার, বৈদ্য, ওষুধপথ্যি, গরম পানি, তুলা, ব্যান্ডেজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত। যেন নাওয়াখাওয়ার সময় নেই। কবি তাঁর পত্নীকে দেখে হাসিমুখে বললেন, ‘দুই দিনেই গায়ের খুব উন্নতি হয়েছে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। ওর নাম রেখেছি গৌরী।’

গৌরী আসলেই সেরে উঠল। একে একে গোলগাল তিনটি বাচ্চা দিল সে। কিন্তু একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল। দাঁড়াতে পারে না, খেতে পারে না, বাচ্চাকে দুধ দেয় না। ডাক্তার এল। চিকিৎসা হলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। গৌরীর রোগমুক্তির জন্য কবি বাড়িতে মুর্শিদা গানের আসর বসালেন। গানের সুরে সুরে জিকির করলেন। শেষ রাতে আকুল প্রার্থনা ও চিৎকার করে মোনাজাত করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কবির প্রিয় গৌরী চলে গেল চিরতরে। আর কবি কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলেন। কবির এই অবস্থা দেখে তখন কেউ হাসছিলেন আবার কেউ কাঁদছিলেন।

বাঙালির ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করলে এমন আরও অসংখ্য গল্প মিলবে কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে। এখন কোরবানির পশুর বাজার আরও প্রসারিত হয়েছে। বড় বড় হাট বসে পথে পথে। হৃষ্টপুষ্ট গরুর গলায় ঝোলানো হয় বাহারি মালা। নাটক, বিজ্ঞাপন ও অনলাইনের মিম কালচারেও গরুর জয়জয়কার। গরুর নাম দেওয়া হয় তারকাদের নামে–শাকিব খান, জায়েদ খান, পরীমনি, বুবলী ইত্যাদি! বিত্তবানেরা এসব গরু লাখ লাখ টাকায় কিনে নেন। কোথাও কোথাও গরু কেনার ধুন্ধুমার প্রতিযোগিতাও লেগে যায়। এত সব আড়ম্বরের মধ্যে একটি প্রশ্ন তাড়া করে ফেরে, আমরা আমাদের মনের পশুকে ঠিকঠাক জবাই করতে পারি কি?

তথ্য প্রযুক্তি

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কবে খুলেছিলেন, তা জানবেন যেভাবে

#অন্বেষা ডেস্ক:

ঠিক কখন বা কবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে যোগ দিয়েছিলেন বা আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের বয়স কত, তা জানতে চান? ফেসবুকে আপনার যোগ দেওয়ার তারিখ খুঁজে পেতে পারেন এর মুঠোফোন অ্যাপ ব্যবহার করে।

ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট তৈরির তারিখ বের করতে চাইলে ফোনের ফেসবুক অ্যাপটি খুলুন। এবার আপনার প্রোফাইল পিকচারে ট্যাপ করে ডান দিকের সেটিংস আইকনে আবার ট্যাপ করুন। একটু নিচে এসে ‘সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি’মেনুতে ট্যাপ করে ‘সেটিংস’-এ আবার ট্যাপ করুন। সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি মেনু খুলে গেলে, একটু নিচে এসে ‘ইয়োর ইনফরমেশন’ সেকশনের নিচে ‘অ্যাক্সে ইয়োর ইনফরমেশন’ মেনুতে ট্যাপ করতে হবে। অ্যাক্সে ইয়োর ইনফরমেশন পাতা খুলে যাবে। এখানে ‘পার্সোনাল ইনফরমেশন’মেনুতে ট্যাপ করুন। প্রোফাইল ইনফরমেশনের নিচে ইয়োর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন ডেটে আপনি কবে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, তা দেখা যাবে।

সাবমার্সিবল কী, টাইটান কেন সাবমেরিন নয়

#অন্বেষা ডেস্ক:

টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের দেখার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা টাইটান নিখোঁজ হয়। যাত্রা শুরুর পৌনে দুই ঘণ্টার মাথায় নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় টাইটানের। শেষ পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে সন্ধান মিলেছে টাইটান ডুবোজাহাজের ধ্বংসাবশেষের। সমুদ্রের প্রায় সাড়ে ১২ হাজার ফুট গভীরে থাকা টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষের পাশেই পাওয়া গেছে টাইটান ডুবোজাহাজটির ধ্বংসাবশেষ। এ ঘটনায় আমাদের সামনে ‘সাবমার্সিবল’, ‘সাবমেরিন’ শব্দগুলো আসছে। জেনে নেওয়া যাক, শব্দ দুটি কীভাবে আলাদা এবং টাইটানের সঙ্গে সাবমেরিনের পার্থক্য কী?

সাবমার্সিবল কী, এর সঙ্গে সাবমেরিনের পার্থক্য

অনেক জায়গায়, টাইটানকে সাবমেরিন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে টাইটান মূলত সাবমার্সিবল। ‘সাবমেরিন’ ও ‘সাবমার্সিবল’ড়এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইউএস ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলছে, একটি সাবমেরিনের বন্দর ছেড়ে গিয়ে আবার নিজে থেকে বন্দরে ফিরে আসার পর্যাপ্ত শক্তি রয়েছে। অন্যদিকে সাবমার্সিবলের শক্তি সীমিত। এটি পরিচালনার জন্য একটি মূল নৌযানের প্রয়োজন হয়, যা সাবমার্সিবলকে পুনরুদ্ধার করতে পারে। অনেকটা স্কুবা ডাইভারের মতোই। স্কুবা ডাইভারকে যেমন সমুদ্রের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর তাঁরা নিজেদের মতো খোঁজ করতে থাকেন। পরে জাহজাটি আবার তাঁদের বন্দরে নিয়ে আসে। ঠিক তেমন।

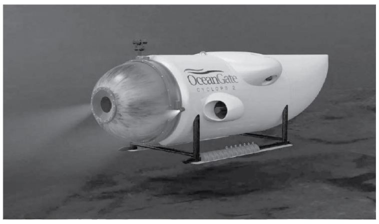

টাইটান কী

টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া ওশানগেটের ডুবোজাহাজটির নাম টাইটান। এটি মনুষ্যচালিত একটি সাবমার্সিবল। এটিতে চালকসহ পাঁচজন থাকেন। টাইটান সমুদ্রের চার হাজার মিটার পর্যন্ত গভীরে যেতে পারে। যেখানে জরিপ করতে পারবে, কোনো কিছু দেখতে পারবে এবং গবেষকেরা গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এমনকি এটির মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও ধারণ এবং গভীর সমুদ্রে পরীক্ষার কাজও করা যায়।

ওশানগেট বলছে, হালকা রাখতে এবং অন্যান্য সাবমার্সিবলের চেয়ে আলাদা গতিতে আলাদা রাখতে টাইটানে আধুনিক উপকরণের উদ্ভাবনী ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কার্বন ফাইবার ও টাইটানিয়াম ব্যবহৃত হয়েছে। ইনোভেটিভ কম্পোজিট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তথ্য অনুসারে, কার্বন ফাইবার একধরনের পলিমার, যা হালকা হওয়া সত্ত্বেও বেশ শক্তিশালী। এটি ইস্পাতের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি শক্তিশালী এবং দ্বিগুণ শক্ত হতে পারে। আর টাইটানিয়াম স্টিলের মতো শক্তিশালী কিন্তু প্রায় ৪৫ শতাংশ হালকা। এটি অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী, তবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অনুসারে মাত্র ৬০ শতাংশ ভারী। ওশানগেটের তথ্য অনুসারে, টাইটানের দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ৭ মিটার (প্রায় ২২ ফুট)। এর প্রস্থ ২ দশমিক ৮ মিটার (৯ দশমিক ২ ফুট) এবং উচ্চতা ২ দশমিক ৫ মিটার (৮ দশমিক ২ ফুট)। এর মোট ওজন ১০ হাজার ৪৩২ কেজি এবং ৬৮৫ কেজি পর্যন্ত ভার বইতে পারে। এর চারটি ইনারস্পেস ইলেকট্রিক থ্রাস্টার পানির নিচে জাহাজটিকে সর্বোচ্চ ঘণ্টায় প্রায় ৫ দশমিক ৫ কিলোমিটার গতিতে চলতে সাহায্য করে। এতে ৫ জন আরোহী সর্বোচ্চ ৯৬ ঘণ্টা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের সহায়তা পাবেন।

ফাবিহা ফুড প্রোডাক্টস্
৭/এ মোহরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
Leaven

লেখা পাঠাও

বন্ধুরা, তোমাদের প্রিয় শিক্ষা অন্বেষা'র কিশলয় বিভাগে লেখা পাঠাও। ছড়া, কবিতা, গল্প, কৌতুক, সায়েন্স ফিকশন, হাতে আঁকা ছবি ইত্যাদি ঝটপট পাঠিয়ে দাও। সাদা পূর্ণ পুষ্ঠার কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। কাগজের এপিঠ ওপিঠ লিখলে লেখা অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। নিয়ম মেনে লিখো না বলে তোমাদের অনেকের লেখা বাতিল বলে গণ্য করা হয়। আরেকটা কথা, তোমরা যারা কিশলয়ের সদস্য তারা অবশ্যই সদস্য কোড নম্বর ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবে এবং যারা এখনো সদস্য হওনি তারা অতি শীঘ্রই সদস্য হয়ে যাও। ছবিসহ তোমার নাম ছাপা হবে। বন্ধুরা ইদানিং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি তোমরা অনেকেই অন্যের লেখা হুবহু লিখে নিজের নামে পাঠিয়ে দাও। এটা কি ঠিক? এমনটি করলে তো কখনো লেখক হতে পারবে না। আশা করি নামটি ছাপানোর জন্য এমন গর্হিত কাজটি করবে না। যেমনই হোক তোমরা নিজে লিখে পাঠাও। আবারও বলছি, নিয়ম মেনে নিজে লিখে লেখা পাঠাও। ভালো থেকো সবাই।

লেখা পাঠাতে হবে নিচের ই-মেইল-এ
anweshactg@gmail.com

-বিভাগীয় সম্পাদক

কোরবানি

মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন

তোমার মনের পশুত্বভাব
মনেই যদি রয়,
কেবল পশু জবাই দিলেই
কোরবানি কি হয়?

কোরবানি কি পশু জবাই?
ভাবছো তুমি ভুল,
জেনে রেখো মনের পশু
কোরবানিটাই মূল।

করতে হবে কোরবানিটা
এসব মাথায় রেখে;
বাঁচতে হবে অহংকার আর
লোক দেখানো থেকে।

পশু জবাইকালেই যদি
পারো শপথ নিতে-
"নিজের রক্ত ঠিক এভাবেই
পারবো ঢেলে দিতে"।

তোমার করা কোরবানি ভাই
তবেই কবুল হবে;
কোনটা আসল কোরবানি, তা
বুঝতো যদি সবে!

শিক্ষা ছাড়া মরণ

সরওয়ার জাহান

আলোর শেষে আঁধার আসে
আঁধার শেষে আলো
বিদ্যা শিক্ষা করো গ্রহণ
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।
শিক্ষায় হয় জীবন আলো
জগৎ সংসার ভালো।
শিক্ষায় হবে মানুষ তুমি
জগৎ করে আলো।---

শিক্ষার আলো, বড় আলো
সকল আলোর সেরা।
জগৎ শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা
শিক্ষায় বড় যারা।

শিক্ষায় আছে বড় মূল্য
শিক্ষায় আছে ধন।
সঠিক শিক্ষার মানুষ গুলো
সমাজে অমূল্য রতন।
শিক্ষা ছাড়া নাইরে উপায়
শিক্ষা করো গ্রহণ।
জীবন গড়তে শিক্ষা দরকার
শিক্ষা ছাড়া মরণ।----

শিক্ষায় আছে জীবন প্রদীপ
শিক্ষায় মিলে শক্তি।
সমাজ লোকের ধ্বংস থেকে
শিক্ষা দেয় মুক্তি।----

শিক্ষা-জীবন

চার্লস মিথুন -অপ্রকাশিত

জগৎ মাঝে জন্ম নিয়েই,
শিক্ষা জীবন শুরু,
শেখার বয়স শেষ হবে না,
হও না যতই বড় ॥
মায়ের কাছে শিখবে প্রথম,
প্রাণের কথা বলা,
ধীরে ধীরে শিখবে তুমি,
সমাজ মাঝে চলা ॥
শিখবে তুমি বিদ্যাপিঠে,
পাঠ্যসূচির পড়া,
পাঠ্য সকল দেখবে তুমি,
জ্ঞানের আলোয় ভরা ॥
পড়া শেষে হবে তোমার,
কর্ম জীবন শুরু,
সেখানটাতে দেখবে তুমি,
আছেন অনেক গুরু ॥
তোমার চেয়ে অনেক লোকে,
অনেক বেশি জানে,
এই বিষয়ে স্মরণ রেখে,
চলবে সকল জনে ॥
অনেক জ্ঞানীর দেখা পাবে,
জীবন চলার পথে,
জ্ঞানের সীমা বাড়বে তোমার,
বয়স বাড়ার সাথে ॥
তাই তো বলি শুরু সবে,
জন্ম নেয়ার পরে,
শিক্ষা নেয়ার বয়স শেষ,
মৃত্যু হওয়ার পরে ॥

ইউটিউবের গ্রামে একদিন

গল্পকথা

#অন্বেষা ডেস্ক:

যে চরম গরম পড়েছে তাতে নিতান্ত গোবেচারা নরমসরম লোকেরও মাথা গরম হওয়ার কথা। ঘরের বাইরে পা ফেলামাত্র তাওয়া তাতানো তাপ ছ্যাঁৎ করে চামড়ার ওপর কামড় বসাচ্ছে। ঘাম বের হচ্ছে না, কিন্তু জান 'বের হব হব' করছে।

ভোঁ ভোঁ গরমে বাড়ি ফেরার সময় আচমকা লিটু মিয়ার নজরে এল পাটখেতের মাঝখানে বেশ খানিক জায়গার পাটগাছ কাঁপছে। খানিক বিরতি নিচ্ছে। তারপর আবার দুলছে। হেলে দুলছে। দুলে দুলছে। মাঝেমধ্য হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো খিঁচুনি দিয়ে কাঁপছে।

এই ঠা ঠা ঝিমমারা দুপুরে যখন আশপাশের একটা পাতাও নড়ছে না, ঠিক সেই মুহূর্তে পাটখেতের মাঝখানে কিছু পাটগাছ দাপাদাপি করছে। এই দাপাদাপিতে লিটু মিয়ার হৃদয়পুকুরে একটুখানি কাঁপাকাঁপি উঠল। ভিউ! বলে উঠল সে! এই তো সুযোগ। মোক্ষম দাও। ঝোপ বুঝেই কোপ মারতে হয়। পাটের ঝোপে সে এবার কোপ মারবে। হাতে আছে উপযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্ট–স্মার্ট মোবাইল ফোন, উইথ তিন ক্যামেরা। লাইভ লাইভ। ফেসবুকে লাইভ করার এই মোক্ষম সুযোগ ছাড়ে কোন উজবুক।

'আমি লিটু মিয়া, আমার ফেসবুক পেজ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। দর্শকবিন্দু, এইখানে পাটখেতে সন্দেহজনক নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।'

এই ডিজিটাল বাংলাদেশে স্মার্ট মানুষের ইয়ত্তা নেই, তারপরও লিটু মিয়াদের গ্রামটা ইউটিউবের গ্রাম বলে বিশ্বমানচিত্রে আপন যোগ্যতায় স্থান করে নিয়েছে। এই গ্রামে টিকিটিকির চেয়ে টিকটকার বেশি।

লাইভ জমে গেল। এক ভিউ, দশ ভিউ, হাজার ভিউ... লাইক, লাভ... হা হা! মনোপলি বিজনেস লিটু মিয়ার জমে উঠল ভালোই। কিন্তু বাঙালিমাত্রই হুজুগে। যুগটা হুজুগের, মোবাইল ফোন হাতে ইউটিউবার, ফেসবুকার আর টিকটকাররা ব্যাপারটাকে স্মার্ট জনসভায় উন্নীত করে ফেলল।

ডিজিটাল জনতা এখন পাটখেত ঘিরে রেখেছে। পাটগাছ নড়াচড়ার বিষয়ে একেকজন একেক ধরনের বিশেষজ্ঞ মত দিয়ে যাচ্ছে। সেসব রেকর্ড হচ্ছে, কারওটা প্রচারিত হচ্ছে লাইভে, কারওটা গ্রাম ছাড়িয়ে বিশ্বগ্রামে ছড়িয়ে দিচ্ছে ইনস্টাগ্রাম।

গ্রামের সালিস করে বেড়ানোয় খুবই ওস্তাদ লোক তারা মিয়া। তিনি মুখ খুললেন। লিটু মিয়া মোবাইল হাতে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। পাটগাছগুলোর নড়নচড়নের ধরন দেখে তারা মিয়া আত্মহারা। বলে দিলেন, 'কুনো সন্দো নাই, অসামাজিক আকাম-কুকাম চলতিছে।' তাঁর কথায় উপস্থিত হাজেরানে মজলিশ, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা!' বলে মাথা ওপর-নিচ করেছে। লাইভগুলোর ভিউ একলাফে শতক-হাজার ছাড়িয়ে সিঙ ডিজিটের দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

কঠিন গরমে রোজা রেখে টায়ার্ড হয়ে পড়া রিটায়ার্ড দারোগা সিরাজুল হক বললেন, 'জিনিসটা এত হালকাভাবে নিয়ো না। পাটখেতের মধ্যি যে জঙ্গি-ফঙ্গিরা বোমাটোমা নিয়ে মিটিংয়ে বসে নাই, সে গ্যারান্টি তুমাগে দিচ্ছে কিডা?'

দারোগার কথায়ও সবাই 'হুঁ, হুঁ, তা-ও হবার পারে!' বলে গণসায় দিল।

জনা দশেক ফেসবুকারের লাইভ ধারাবর্ণনা মাঠখেতের নির্জনতাকে হট্টরোলের রূপ দিচ্ছে। মোবাইলের ক্যামেরা পাটখেতের মাঝখানে জুম করে তারা সোশ্যাল মিডিয়া গরম। গ্রীষ্মকালের গরম আরও সরগরম।

সরকারি দলের ইউনিয়ন সভাপতি হরমুজ পাটোয়ারী পাটখেতের দিকে চেয়ে বললেন, 'এর পেছনে বিরোধীদের নাশকতার চক্রান্ত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।' বিরোধী দলের সমর্থক হয়বাত আলী বললেন, 'বিরোধী দলকে ফাঁসাতে সরকার নানা ধরনের ফাঁদ পাতে। এখানে সেই ধরনের গন্ধ পাচ্ছি।'

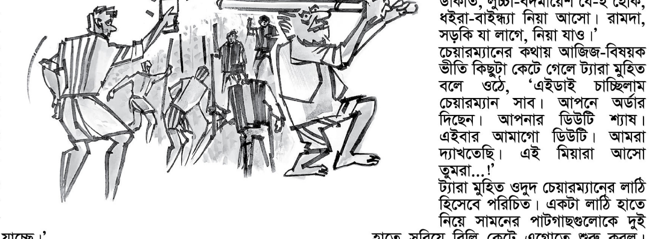

স্কুলশিক্ষক আফসার, যিনি সংগুপ্ত সজল নামে কবিতা লেখেন, বললেন, 'ইদানীং এলাকায় ডাকাতি বেড়ে গেছে। হতি পারে বাইরে থেকে আসা ডাকাতরা পাটখেতে ঢুকে বসে আছে। রাত নামলিই কাজকর্মে নামবি। তাদের হাতে বন্দুকটন্দুক কী পরিমাণ আছে, তা-ও তো বোঝার উপায় নাই।'

পাটখেতের জনসভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেওয়ার পর সাখাওয়াৎ হোসেন ওরফে ঠান্ডা মোলা বিকট চিৎকার দিয়ে বললেন, 'কুন ভদ্দরলোকের ছাওয়াল-মাইয়া পাট ক্ষ্যাতের মদ্যি! জানে বাঁচতি চালি তাড়াতাড়ি বাইর হয়ে আসেক। না হলি কিন্তুক আমরা ভিতরে যাইয়ে ধরতি বাইধ্য হবানি।'

তবে পাটখেতের ভেতরে ঢোকার প্রস্তাবে কাউকে গা করতে দেখা যাচ্ছে না। ঠান্ডা মিয়াও হম্বিতম্বি করে ঠান্ডা হয়ে গেছে।

মুখে যতই ফটর-ফটর করুক, তারা কেউই পাটখেতের ভেতরে যেতে চাচ্ছে না। কারণ, লিটু মিয়ার পাটখেত কাঁপার ঘটনা আবিষ্কারের কিছু আগে নাকি ওদুদ চেয়ারম্যানের ছেলে আজিজকে এই এলাকায় দেখা গিয়েছিল। আজিজকে ভয় পায় না, এমন লোক কম। কারণ, আজিজের হাতে চড়-থাপ্পড় না খাওয়া লোকও এই এলাকায় কম। দশ-বারোজন চ্যালাব্যালা নিয়ে সে চলাচল করে। মাঝেমধ্যে লোকজনের মনে ভয় ধরানো আর নিজের অস্ত্রপাতির ফুটানি দেখানোর জন্য বাজারে গিয়ে সে লেদমেশিনের দেশি পাইপগানের গুলি ফুটায়। সে নাকি পাক্কা ডাকাত। মার্ডার-টার্ডারও নাকি করেছে।

এখন অপরাধী পাকড়াও করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, সেখানে সত্যিই আজিজ, তাহলে চড় তো খাওয়াই লাগবে, কপাল খারাপ থাকলে গুলিটুলিও হজম করা লাগতে পারে। জঙ্গি বা সন্ত্রাসীরা থাকলে তারা কী করবে, তা কারও আন্দাজে আসছে না। সে কারণে পাটখেত অভিযানে এ চাচ্ছে সে যাক, সে চাচ্ছে ও যাক। ও ওকে ঠেলছে; সে তাকে ঠেলছে–ঠেলাঠেলি চলছেই।

বাদ জোহর ওদুদ চেয়ারম্যান এলেন। ভেতরে যে নিজের ছেলে আজিজ থাকতে পারে, সেই বিষয়টা প্রথমে ওয়াদুদ চেয়ারম্যানের মাথায় আসেনি। জ্বালাময়ী বক্তব্য শুরু করলেন তিনি, 'দ্যাখো বাপুরা, আমার এলাকায় ক্রাইম-ট্রাইম সহ্য করব না। আমার নিজের ছেলে হলিও আমি মাফ করার পক্ষে না। আমি অর্ডার দিচ্ছি, তোমরা ভিতরে যাও। চোর, ডাকাত, লুচ্চা-বদমায়েশ যে-ই হোক, ধইরা-বাইন্ধ্যা নিয়া আসো। রামদা, সড়কি যা লাগে, নিয়া যাও।'

চেয়ারম্যানের কথায় আজিজ-বিষয়ক ভীতি কিছুটা কেটে গেলে ট্যারা মুহিত বলে ওঠে, 'এইডাই চাচ্ছিলাম চেয়ারম্যান সাব। আপনে অর্ডার দিছেন। আপনার ডিউটি শ্যাষ। এইবার আমাগো ডিউটি। আমরা দ্যাখতেছি। এই মিয়ারা আসো তুমরা...!'

ট্যারা মুহিত ওদুদ চেয়ারম্যানের লাঠি হিসেবে পরিচিত। একটা লাঠি হাতে নিয়ে সামনের পাটগাছগুলোকে দুই হাতে সরিয়ে বিলি কেটে এগোতে শুরু করল। অতি উৎসাহীদের কিছু বলতে হলো না। তারা রামদা, লাঠি-সোঁটা নিয়ে হা রে রে রে করে ঢুকে পড়ল।

দশ-বারোটা মোবাইল নিয়ে ফেসবুকার-ইউটিউবার- টিকটকার আর ইনস্টাগ্রামাররা তখন তক্কে তক্কে, লাইভ! লাইভ!

ট্যারা মুহিত শিকারিদের মতো পাটগাছ সরিয়ে ভেতরে যাচ্ছে। একটু ভেতর যেতেই ধস্তাধস্তির আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে অস্ফুট গোঙানি।

সবাই সতর্ক হয়ে উঠল। লোম খাড়া হয়ে গেল। সবাই একযোগে 'ধর! ধর!' বলে ছুটে গেল সেদিকে। মুহূত্বের মধ্যে পৌঁছে গেল মঞ্জিলে মকসুদে। কিন্তু একি! সামনে কালোমতো ওটা কী! কাছে গিয়ে দেখা গেল, একটা বিরাট রামছাগল। গলায় দড়ি পেঁচিয়ে পড়ে আছে। অনেকগুলো পাটগাছ ভেঙে বৃত্তাকারে দক্ষযজ্ঞ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ভ্যাঁ ভ্যাঁ আওয়াজ করার ক্ষমতাও তার নেই। জিহ্বা বের হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর পর সে পা ছুড়ছে। গোঙাচ্ছে।

লিটু দেখেই চিনতে পারল। ঈদের দিন জবাই করার জন্য সোলায়মান শেখ শখ করে রামছাগলটা কিনে এনেছে। সকাল থেকে গরুখোঁজা করেও সেটাকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

ট্যারা মুহিত দৌড়ে কাছে গিয়ে গলার ফাঁসটা খুলে দিল। একজন ইউটিউবার ছাগলের মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ আইটকে ছেলেন, আপনার অনুভূতি কী!' ছাগলটা আর্তনাদ মেশানো মুক্তির আনন্দভরা গলায় ডেকে উঠল, 'ব্যাঁ...।'

স্বাস্থ্যকথা

কোরবানী ঈদে মাংস খাওয়ার নিয়ম

হাসিনা আকতার লিপি
বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ

পবিত্র ঈদুল আযহা আসতে আর অল্প কয়দিন বাকি আছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় দুটি ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে এটি দ্বিতীয়। এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য হলো ত্যাগ করা। প্রায় প্রত্যেকেই তাদের সামর্থ্যানুযায়ী গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, উঠ, আল্লাহর নামে কোরবানী দিয়ে থাকে। আত্মীয়স্বজন এবং কম সামর্থবানদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। এই সময়টাতে যেহেতু ঘরে অন্য সময়ের চেয়ে একটু বেশী পরিমাণ মাংস থাকে। তাই অন্য সময়ের চেয়ে খাওয়াও হয় একটু বেশী পরিমাণে। যেমন অন্য সময়ে হয়তো অনেকে মগজ, কলিজা, জিব্‌হা, ভুড়ি এসব খায় না, কিন্তু ঐ সময়টাতে খেয়ে থাকে। সেই সাথে রুটিনের যে কাজকর্ম অফিস এসবও থাকে না, ফলে বাড়তি খাবার দেহে চর্বি হিসাবে জমা হয়।

মনে রাখা জরুরি:
১. গরু/ছাগল/মহিষ এসবের মাংসের সাদা চর্বি খাওয়া বাদ দিতে হবে।
২. মাংস রান্নার সময় অল্প সময় সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিতে হবে।
৩. সব মশলা দিয়ে মাখিয়ে সামান্য টক দই, লেবুর রস অথবা ভিনেগার দিয়ে ১ ঘন্টা মেরিন্যাট করে তাপে দিয়ে রান্না করুন, স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে রান্না করে মাংস খান, নিরাপদ থাকুন।

১০০ গ্রাম গরুর মাংসের পুষ্টিগুণ : ক্যালরী আছে ২৫০ কি-ক্যালরী, প্রোটিন ২৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৮ মি. গ্রাম, লোহা ২.৬ মি. গ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ২১ মি. গ্রাম, ভিটামিন ৭ মি. গ্রাম, পটাশিয়াম ৩১৮ মি. গ্রাম, সোডিয়াম ৭২ মি. গ্রাম। এছাড়াও পর্যাপ্ত ভিটামিন বি১, বি২, বি৬ এবং জিংক থাকে।

উপকারিতাঃ- রোগ প্রতীরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পেশী, দাঁত ও হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে, দেহের বৃদ্ধি ও বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে, ক্ষত নিরাময় করে, দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে, চুল ও নখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করে ও স্মৃতিশক্তি ও দেহ কর্মোদ্যম রাখে।

কার জন্য কতোটুকু দরকার : গরুর মাংসে আছে প্রচুর প্রোটিন। প্রোটিনের চাহিদা নির্ভর করে একজন মানুষের দেহের ওজনের ওপর। ধরা যাক, একজন মানুষের আদর্শ ওজন ৬৪ কেজি। তিনি যদি নিরোগ থাকেন তাহলে প্রতিদিন তার ৬৪ গ্রামের মতো প্রোটিন প্রয়োজন। তবে যদি কিডনীর রোগ থাকে তবে অবশ্যই প্রোটিন জাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে-তা অবশ্যই পুষ্টিবিদের পরামর্শে। মেয়েদের মাসিক চলাকালে, গর্ভাবস্থায়, প্রসূতি অবস্থায় এবং বর্ধনশীল বয়স অর্থাৎ ১৮ বৎসরের নীচে এবং যারা কম ওজনের আছে তাদের জন্য এর পরিমান পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

কিকি উপায়ে খেলে নিরাপদ :
১. মাংস যতো ছোট ছোট করে টুকরো করা হবে ততোই চর্বির পরিমাণ কম থাকবে। ২. শিক কাবাব, গ্রীল, শামী কাবাব, জালি কাবাব এভাবে খেলে চর্বি কম খাওয়া হবে। ৩. এছাড়াও গরুর মাংসের সাথে যদি, লাউ, মুলা, মিষ্টিকুমড়া, বুটের ডাল বাধাকপি, ফুলকপি, পেপে ইত্যাদি, মিশিয়ে রান্না করা হয় তবে খাওয়ার সময় মাংস কম খাওয়া হবে। অবএব গরুর মাংস সব সময় সবার জন্য ক্ষতিকারক নয়। জেনে বুঝে কার জন্য কতটুকু প্রয়োজন এবং কিভাবে রান্না করে খেলে স্বাস্থ্য সম্মত হবে উপায় জেনে নিন এবং সুস্থ্য ও নিরাপদ থাকুন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শিক্ষা ও শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
মাসিক শিক্ষাঅন্বেষা

১১ জুন কে জাতীয়
চট্টগ্রামসহ তিন পার্বত্য
ঘোষণা কর
নাগরিক সমাবেশ
পাহাড় রক্ষায় সারা বছর অভিযান চাই

পাহাড় রক্ষায় সাহসী পদক্ষেপ চান মেয়র

পাহাড় খেকোদের জন্য চাইলেন যাবজ্জীবন দন্ড।

পাহাড় রক্ষায় হবে কমিটি।

পাহাড় না কেটেও বায়েজিদ-ফৌজদারহাট লিংক রোড করা যেত।

মতবিনিময় সভায় নানা সুপারিশ

পাহাড় না কেটেও বায়েজিদ-ফৌজদারহাট লিংক রোড করা যেত বলে দাবি করেছেন সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী। তিনি বলেন, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বেশ উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে হওয়া রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাই। এটা (লিংক রোড) এমন কোনো উঁচু পাহাড় ছিল না। একটু খেয়াল করলে সেখানে পাহাড় না কেটেও রাস্তা করা যেত। ব্যক্তির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি। গতকাল নগরের পর্যটন মোটেল সৈকতের সাঙ্গু হলে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম মহানগরের পাহাড় কাটা রোধে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুন্ডের ফৌজদারহাট টোল রোডের মুখ থেকে বায়েজিদ বোস্তামী পর্যন্ত লিংক রোডটি (সংযোগ সড়ক) নির্মাণ করে সিডিএ। সড়কটি নির্মাণ করতে গিয়ে ১০ লাখ ৩০ হাজার ঘনফুট পাহাড় কাটা হয়।

মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিডিএ চেয়ারম্যান জহিরুল আলম দোভাষ। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) সহযোগিতায় সভার আয়োজন করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)। এতে চট্টগ্রামের পাহাড় কাটা সংক্রান্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক সিকান্দার খান, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উমর ফারুক ও পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম নগরের উপ-পরিচালক মিয়া মাহমুদুল হক।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের তথ্য অনুযায়ী, নগরে সবচেয়ে বেশি পাহাড় কাটা হয়েছে বায়েজিদ, খুলশী, পাঁচলাইশ, কোতোয়ালী, আকবর শাহ ও পাহাড়তলী থানায়। ওসব এলাকার ৮৮টি পাহাড় সম্পূর্ণ রূপে এবং ৯৫টি পাহাড়ের আংশিক কাটা হয়েছে। শুধুমাত্র পাঁচলাইশ এলাকায় পাহাড় কাটা হয়েছে ৭৪ শতাংশ। এছাড়া ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামে ৩২ দশমিক ৩৭ বর্গকিলোমিটার পাহাড় ছিল। ২০০৮ সালে তা কমে ১৪ দশমিক দুই বর্গকিলোমিটারে নেমে আসে।

সভা থেকে পাহাড় রক্ষায় নানা সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পাহাড় কাটা রোধে ২০০৭ সালের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন, পাহাড়গুলোর বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে একটি জরিপ পরিচালনা, পাহাড় কাটা রোধে একটি হটলাইন চালু করা, আর কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে পাহাড় না কাটা, পাহাড় কেটে বাড়ি বা স্থাপনার কোনো পরিকল্পনায় সিডিএ অনুমোদন দেবে না মর্মে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া, আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন পাহাড়ে স্থাপনা নির্মাণ অনতিবিলম্বে বন্ধ করা, পাহাড় কাটা রোধে ও পাহাড়ের সুরক্ষায় সমন্বয় সেল বা আলাদা ইনফোর্সমেন্ট সেল বা টিম গঠন, পাহাড় রয়েছে এমন সকল ওয়ার্ডের জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করা এবং পাহাড়, খাল, ছড়া রয়েছে এসব জায়গায় বিদ্যুৎ, পানিসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা বন্ধ করা।

সভায় মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, পাহাড় কাটলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাই পাহাড় কাটা বন্ধের কোনো বিকল্প নেই। আজ থেকে আর একটি পাহাড়ও কাটতে দেয়া যাবে না।

#তৃতীয় পৃষ্ঠার ১ম কলাম

মা ও শিশু হাসপাতালের বার্ষিক সাধারণ সভা

চট্টগ্রাম মা-ও-শিশু হাসপাতাল
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

মা ও শিশু হাসপাতালের ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা গতকাল শনিবার হাসপাতালের লেকচার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এম এ তাহের খান। সভার শুরুতেই বিগত ১ বছর কার্যকালে যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, হাসপাতালের আজীবন সদস্য/সদস্যা ও হাসপাতালের কর্মকর্তা, কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের জন্য শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সভাতে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন, কার্যনির্বাহী কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট (ডোনার) সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল মান্নান রানা। সভায় ২০২২ সালের হাসপাতালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কার্যনির্বাহী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ। প্রতিবেদনে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষ করে বিগত বছরের অর্জনসমূহ আজীবন উপস্থাপন হয়। ট্রেজারার অধ্যক্ষ লায়ন ড. মোহাম্মদ সানাউল্লাহ ২০২২ সালের হাসপাতালের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ২০২৩ সালের বাজেট ও ২০২৩ সালের নিরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন এবং বাজেটের বিশেষ দিকসমূহ তুলে ধরেন। মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের ২০২২ সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও ২০২৩ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন মেডিকেল কলেজের ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট টিমের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন। সভায় হাসপাতালের বার্ষিক প্রতিবেদন, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সভায় জেনারেল সেক্রেটারীর প্রতিবেদন, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষিত হিসাব ও ২০২৩ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সদস্যরা আলোচনায় নেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত হিসাব ও প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন, রোটারিয়ান এমদাদুল আজিজ চৌধুরী, ওয়াজি উল্লাহ বাদল, এস এম সালাউদ্দিন, এম এ আজাদ চৌধুরী, জাহেদ হোসেন চৌধুরী, সালাউদ্দিন সামির, লায়ন মো. মাহমুদুর রহমান শাওন, পরিমল দত্ত, খন্দকার রাজু আহমেদ, আবু শাহরিয়ার মো. নোমান, কৃষিবিদ সৈয়দ সালাউদ্দিন, রোটারিয়ান এম এ মান্নান পাটোয়ারী, মো. ইলিয়াছ, সেলিম হোসেন চৌধুরী, ইফতেখার হোসেন, নুরুল আফসার বাশার, ডা. দুলাল দাশ, মো. হালিম, এম এ জলিল, আবদুল জলিল ভুঁইয়া, হুমায়ুন কবির, তুহিন, শাহ আলম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম মিয়া, তারিকুল ইসলাম তানভির, শামসুল মাওলা, নিজাম উদ্দিন, নুরুল কবির চৌধুরী, আহসান হাবিব, ফজলুল করিম মুন্না, সোলায়মান হোসেন বাচ্চু, লায়ন আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী প্রমুখ।

জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ আজীবন সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং উত্থাপিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করেন। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এম এ তাহের খান বার্ষিক আজীবন সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. মো. পারভেজ ইকবাল শরীফ, ট্রেজারার এস এম কুতুব উদ্দিন, স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল সেক্রেটারী মো. আহসান উল্লাহ, মো. শহীদ উল্লাহ, ড. ইঞ্জিনয়ার রশীদ আহমেদ চৌধুরী, প্রফেসর ডা. কামরুন নেসা রুনা, খায়েজ আহমেদ ভূঁইয়া, মো. হারুন ইউসুফ, এ এস এম জাফর, চমাশিহা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডা.) এ এস এম মোস্তাক আহমেদ ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, উপ-পরিচালক (মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স) ডা. এ কে এম আশরাফুল করিম, উপ-পরিচালক (ফিন্যান্স) মনজুরুল আলম চেওধুরী, উপ-পরিচালক (প্রশাসন, আইসিএইচ) ডা. মো. আবু সৈয়দ চৌধুরী প্রমুখ। সভায় হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. নূরুল হককে ২০২২ সালের জন্য প্রেসিডেন্ট স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. সৈয়দা নাফিসা, ডা. লিনা আক্তার, ডা. মৈত্রী বিশ্বাস, সহকারী স্টোর কিপার মো. আনোয়ারুল আজিম, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট তমাল মোহরা, নার্সিং সুপারভাইজার শিমুল রানী বড়ুয়া, নার্সিং এটেনডেন্ট রওশন আরা বেগম, হাসপাতালের এমএলএসএস রতন কুমার দাশ, মেডিকেল কলেজের এমএলএসএস মো. রাশেদ, সিকিউরিটি গার্ড বাবুল হাওলাদার ও ক্লিনার কহিনুর আক্তারকে বেস্ট সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২৩
সফল হোক

পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ড আ. লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। মানুষের আস্থা হারিয়ে বিএনপি বিদেশিদের কাছে ধর্না দিচ্ছে: নওফেল

নতুন সভাপতি শামসুল, আশরাফুল সাধারণ সম্পাদক পুনঃনির্বাচিত

চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের আওতাধীন ৬ নম্বর পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন গতকাল শনিবার স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চান্দগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সমন্বয়ক সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নোমান আল মাহমুদ এমপি। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে গোপন ব্যালটে মো. শামসুল আলম সভাপতি এবং বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় আশরাফুল আলম সাধারণ সম্পাদক পুনঃনির্বাচিত হন।

সম্মেলনে মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশে একটি অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এরা দেশীয় ও বিদেশি লুটেরাদের ইন্দনদাতা। এই অপশক্তিটি ধর্মের নামে অধর্ম করে এবং মানবতার নামে অমানবিকতার চর্চা করে। এদের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। *#তৃতীয় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলাম*

৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চবি এলামনাই সেন্টারের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

দোয়া মাহফিল
CHITTAGONG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION

চবি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে এলামনাই সেন্টার। একই ছাদের নিচে হবে বিভিন্ন প্রজন্মের সৃজনশীল কর্মকান্ড। বহুল আরাধ্য সে স্বপ্ন আজ পূরণের পথে। গতকাল শুক্রবার চবি এলামনাই সেন্টারের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। আনুমানিক ৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০ হাজার বর্গফুট এই ভবনের নির্মাণ কাজ ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্যে এই ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এই উপলক্ষ্যে গতকাল শুক্রবার চবি এলামনাই সেন্টারের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের বরাদ্দকৃত ৯.৫ কাঠা জায়গা সংলগ্ন মসজিদে বাদ আছর কোরআন খতম, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলমসহ এলামনাই নেতৃবৃন্দ এবং সকল ব্যাচ ভিত্তিক এলামনাই সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর চবি এলামনাই নেতৃবৃন্দ মাটি কেটে এলামনাই সেন্টার ভবন কাজের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম, সহ সভাপতি আবুল কদর, সাবেক এমপি মাহজারুল হক শাহ, চাকসুর ভিপি নাজিম উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম, ছৈয়দ সগীর আহমেদ, কামরুল হাসান হারুন, কাজী মাহমুদ ইমাম বিলু, আমিন হেলালী, অ্যাড. মোহম্মদ শামীম, সাইফুদ্দিন সাকী, দাউদ আবদুল্লাহ লিটন, শামীমা হারুন লুবনা, জহিরুল আলম, ইউসুফ চৌধুরী, শাহনেয়াজ খালেদ, মারুফ আহমেদ মনসুর, শাহজাহান চৌধুরী, মোকাদ্দেস আলী শাহীন, জাফরুল আলম, ফেরদৌস বশীর প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মতবিনিময় সভা
জনাব আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান
জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম
স্থান : সার্কিট হাউজ-এর সম্মেলন
আয়োজনে : জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম

‘পলিথিন মুক্ত চট্টগ্রাম’ বাস্তবায়নে ১২ সিদ্ধান্ত

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনমুক্ত চট্টগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষে ১২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল নগরীর সার্কিট হাউসে এ সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভায় সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রাকিব হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (এনডিসি) মো. তৌহিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম চেম্বার, চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার, ক্যাব, বিভিন্ন ব্যবসায়িক সমিতির প্রতিনিধি, সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং এনজিও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে-পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সেজন্য পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পাঠ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে ছাত্র-ছাত্রীকে সচেতন করতে হবে। পলিথিন বিক্রি, ব্যবহার বন্ধের নিমিত্তে এবং ভোক্তা পর্যায়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সেমিনারের আয়োজন পূর্বক কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পলিথিন তৈরির কাঁচামাল আমদানি প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। পলিথিনের বিকল্প পণ্য হিসেবে পঁচনশীল পাটজাত, *#তৃতীয় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলাম*